বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

২০১২-২০১৩

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
(অগ্রণী ব্যাংক লিঃ)

অর্থ বছর ঃ ২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচীপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation & Glossary	গ
৪	প্রথম অধ্যায়	১
৫	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৪
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৬
	অডিটের সুপারিশ	৬
৬	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৪২
৭	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	৪৩-৪৬
৮	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৪৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৬/০৯/১৪২৩ বঃ
২০/১২/২০১৬ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব বছরের আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে অংশ বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ.....খ্রিঃ, ঢাকা।

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

গ

Abbreviation & Glossary

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১।	BTB (বিটিবি)	=	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
২।	C.C HYPO (সিসি হাইপো)	=	Cash Credit Hypothecation	ব্যবসার বিপরীতে দেয় ঋণের ১.৫ গুণ মূল্যের সম্পত্তি বন্ধকী সম্বলিত ঋণ।
৩।	CC (Pledge)	=	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ও ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে দেয় ঋণ সুবিধা।
৪।	Acceptance	=	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
৫।	ETP (ইটিপি)	=	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা এবং পানির পরিশোধনের জন্য পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
৬।	FBPN (এফবিপিএন)	=	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে ও বিল অব লেডিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
৭।	FBP (এফবিপি)	=	Foreign Bill Purchase	ঐ
৮।	FC Account (এফসি একাউন্ট)	=	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে FC Account খুলতে হয়।
৯।	IDCP	=	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১০।	LTR (এলটিআর)	=	Loan Against Trust Receipts	ব্যাংকের বিশ্বস্ত গ্রাহককে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ।
১১।	LIM (লিম)	=	Loan Against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে ঋণ।
১২।	PAD (পিএডি)	=	Payment Against Document	আমদানি পণ্যের ডকুমেন্টের বিপরীতে সৃষ্ট দায়।
১৩।	LC (এলসি)	=	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
১৪।	PC (পিসি)	=	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে দেয় ঋণ সুবিধা।
১৫।	ECC (ইসিসি)	=	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১৬।	PSC (পিএসসি)	=	Pre-Shipment Cash Credit	ঐ
১৭।	ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন	=	(Forced Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতাজনিত কারণে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ডিমান্ড লোন বা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে রপ্তানিকারককে পরিশোধ।
১৮।	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	=	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
১৯।	পুনঃ তফসিল	=	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউন পেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
২০।	ডাউন পেমেন্ট	=	-	পুনঃ তফসিলিকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।

২১।	আরোপিত সুদ	=	-	নিয়মিত সময়কালে ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
২২।	অনারোপিত সুদ	=	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
২৩।	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	=	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারনত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
২৪।	এন.আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	=	Negotiable Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonoured) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
২৫।	Cost of Fund :	=	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নামই Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
২৬।	বিএমআরই	=	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্ত গৃহীত কার্যক্রম।
২৭।	এলডিবিপি	=	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
২৮।	ডেফার্ড এলসি	=	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
২৯।	CIB	=	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৩০।	Funded liability	=	-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আন্তর্জাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি (হাইপো),সিসি (পেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ,ওডি,এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ:- লিম,এলটিআর,পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন (রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
৩১।	Non-funded liability	=	-	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গিকারকৃত সকল দায়।
৩২।	এসটিএল	=	Short term loan	-
৩৩।	ইইএফ	=	Equity and Entrepreneurship Fund	-
৩৪।	IIDFC	=	Industrial and Infrastructure Development Finance Company	একটি লিজিং কোম্পানী।
৩৫	CF	=	Cover Fund	
৩৬	CL	=	Classified loan abstract	

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	আলরাজী কমার্শিয়াল এক্সচেঞ্জ এর নিকট হতে কভার ফান্ড না পাওয়ায় ব্যাংকের (তথা দেশের) ৬০,৪০,০০০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বাংলাদেশী টাকা ক্ষতি।	৪৮,৩২,০০,০০০
২	বাই ব্যাক শেয়ারের বিপরীতে ব্যাংকের টাকা বিনিয়োগ এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায়/বিক্রয়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৪১৬,৮৫,০০,০০০
৩	পর্যাপ্ত জামানত ছাড়া এলটিআর প্রদান করায় এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে ঋণ সৃষ্টি করায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়জনিত ক্ষতি।	৪৭,০৬,৪৫,০২৪
৪	ক্যাশ এলসি স্থাপনের পরিবর্তে স্থানীয় ডেফার্ড এলসি স্থাপন না করায় ও গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়কৃত মালের মূল্য পরিশোধ না করায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের টাকা অনাদায়জনিত ক্ষতি।	১৮৮,৯১,৫০,০০০
৫	সঠিকভাবে গ্রাহক নির্বাচন না করে প্রকল্প ও সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ এবং জামানত সমৃদ্ধ লোনের কস্ট অব ফান্ড সংরক্ষণ না করে সুদ মওকুফকরণ সত্ত্বেও ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ক্ষতি।	৩৩,৪৬,৬৪,০০০
৬	বিধি বহির্ভূতভাবে এলটিআর সৃষ্টিসহ এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের অনাদায়জনিত ক্ষতি।	৪২,৩৯,৮১,৩০২
৭	অপর্যাপ্ত ইকুইটি এবং খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়জনিত ক্ষতি।	১২৪,০৮,১০,০০০
৮	সরদার এ্যাপারেলস লিঃ কে অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের অনাদায়জনিত ক্ষতি।	৫৬,৩১,৬৮,০০০
৯	মেয়াদী ঋণের দায় মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	২৩,৩৪,৬৩,০০০
১০	করদাতা কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজস্ব আয় হতে আয়কর পরিশোধ না করে ব্যাংক কর্তৃক আয়কর পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৫,৩২,২৪,৪৫২
১১	খেলাপী ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	২৪,৭৪,৭৯,০০০
১২	সুদ মওকুফের সুবিধা বাতিল হওয়া সত্ত্বেও এবং জামানত সমৃদ্ধ ঋণের কস্ট অব ফান্ড কভার না করে সুদ মওকুফ করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	১১,৭৯,৮৬,০০০
১৩	কোন জামানত বা আমদানিতব্য পণ্যের দায় পরিশোধের নিশ্চয়তা গ্রহণ না করেই আমাদানি এলসি (ডেফার্ড) স্থাপন এবং সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	২৭,৮১,৯৫,০০০
১৪	ডিমান্ড লোনের দায় এবং টিআর ঋণের দায় অনাদায়জনিত ব্যাংকের ক্ষতি।	২৭১,৭৭,০০,০০০
১৫	পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ না করে আমদানি ঋণপত্র স্থাপন, টিআর ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং ঋণের দায় আদায়ে ব্যার্থ হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন।	১৭৮,২৮,০০,০০০
১৬	ন্যূনতম মার্জিন ও সহায়ক সম্পত্তি বন্ধক না নিয়ে আমদানি এলসি স্থাপন ও টিআর ঋণ প্রদান এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও দায় পরিশোধ না করায় ব্যাংকের টাকা অনাদায়ী।	২২৮,৬৩,০০,০০০
১৭	সহায়ক জামানত না নিয়ে আমদানি এলসি স্থাপন এবং টিআর ঋণের মঞ্জুরী প্রদান ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।	৪৭৯,৪৬,০০,০০০
১৮	প্রয়োজনীয় সহায়ক জামানত না নিয়ে এলটিআর মঞ্জুরী এবং ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	১৫০,৯২,০০,০০০

১৯	পর্যাপ্ত জামানত বন্ধক না নিয়ে এবং বাংলাদেশ ব্যংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে নির্ধারিত ঋণ সীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ফান্ডেড/নন ফান্ডেড ঋণ মঞ্জুর ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের টিআর ঋণের টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।	১৪৫,১৩,০০,০০০
২০	মেসার্স প্যাসিফিক ডেনিমস লিঃ এর অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত বিভিন্ন ঋণ কু-ঋণে পরিনত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৫৬,১৯,১৬,০৬০
২১	রূপগঞ্জ ট্রেডিং কোম্পানী লিঃ এর এলটিআর এর মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী টাকা কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।	৫৪,১৪,৮৬,৩৮০
২২	ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে সিসি ঋণ সুবিধা প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ব্যাংকের ক্ষতি ।	৪,৪৯,৩৭,০৩৫
	সর্বমোট	২৬১৯,৪৭,০৫,২৫৩

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর ঃ

- ২০১২ সালের হিসাব ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুগ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ,প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।
২	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রিন্সিপাল শাখা, প্রধান কার্যালয় মতিঝিল, ঢাকা।	০৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, তেজগাঁও কর্পোঃ শাখা, ঢাকা।	০১-০১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৬-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৪	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বিএএফ শাখা, ঢাকা।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।
৫	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সাহেব বাজার শাখা, ঢাকা।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।
৬	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।
৭	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, গ্রীনরোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।
৮	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, রমনা শাখা, ঢাকা।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৯	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, নিউমার্কেট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।
১০	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, লালদিঘী পূর্ব কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।
১১	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।
১২	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বাণিজ্যিক এলাকা কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।
১৩	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আসাদগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম।	০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা ;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ- ০১।

শিরোনামঃ আলরাজী কমার্শিয়াল এক্সচেঞ্জ এর নিকট হতে কভার ফান্ড না পাওয়ায় ব্যাংকের ৬০,৪০,০০০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বাংলাদেশী ৪৮৩২.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে আইডি (রেমিট্যান্স) বিভাগের নথি ও ব্যাংকের দায় এবং সম্পদ এর হিসাব পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সৌদী আরবে অবস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণের জন্য ১২-০৭-১৯৮২ খ্রিঃ তারিখে আলরাজী কমার্শিয়াল ফরেন এক্সচেঞ্জ জেদ্দার সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উক্ত চুক্তি অনুসারে প্রবাসীগণের বৈদেশিক মুদ্রা ডিডি, টিটির মাধ্যমে অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় প্রেরণ করত: শাখা কর্তৃক প্রধান কার্যালয়ের সাসপেন্স হিসাব ডেবিট করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ফরেন এক্সচেঞ্জ কোম্পানীর নিকট হতে কভার ফান্ড আদায় করা হতো । কিন্তু ইস্যুকৃত ডিডি, টিটির বিপরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ কভার ফান্ড পাওয়া না যাওয়ায় মার্কিন ডলার ৬০,৪০,০০০ বা সমপরিমাণ ৪৮,৩২,০০,০০০ টাকা দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায় রয়েছে **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ১ " এ দেখানো হলো)**।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসা না থাকায় উক্ত টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চুক্তি পত্রের অনুমোদনের শর্তাবলীতে উল্লেখ ছিল যে, ইস্যুকৃত ড্রাফটের বিপরীতে কভার ফান্ড প্রাপ্তির বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অগ্রণী ব্যাংকের আমদানি- রপ্তানি বিভাগ কর্তৃক পরিশোধিত ডিডির বিপরীতে প্রয়োজনীয় কভার ফান্ড পাওয়ার বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন না করায় ০১-০৬-২০০৪ খ্রিঃ তারিখ হতে NRT (নন রেসিডেন্ট একাউন্ট) হিসাবে ওভারডিউ স্থিতি বা ঋণাত্মক স্থিতির সৃষ্টি হয়। বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর সিকিউরিটি ডিপোজিট ছিল মাত্র ১৬,০০,০০০ মার্কিন ডলার। অথচ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিডির অর্থ পরিশোধকালে জমাকৃত সিকিউরিটির চেয়ে কয়েকগুণ বেশী অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। NRT (নন রেসিডেন্ট একাউন্ট) হিসাবে ডেবিট স্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় কভার ফান্ড আদায় না করায় দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কোম্পানীর পক্ষ থেকে কভার ফান্ড বন্ধ রাখার ফলে ১০.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দায় সৃষ্টি হয়। কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ পূর্বক ৪.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আদায় করা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট ৬.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আদায়ের জন্য এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। এনআরটি হিসাবে জমার চেয়ে ও জমাকৃত সিকিউরিটি অর্থের চেয়ে বেশী পরিশোধ করা আইনসম্মত হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনীতি সম্পর্ক বিভাগের মধ্যপ্রাচ্য-১ শাখা এর মাধ্যমে অর্থ আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। ২০০৩ সাল হতে কোম্পানী রেমিট্যান্স কমিয়ে দিলেও নির্ধারিত সময় হতে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দীর্ঘদিন পরেও উক্ত মার্কিন ডলার আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশ ক্ষতির মুখোমুখি হচ্ছে ফলে জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। আপত্তি অনুযায়ী অনাদায়ী টাকা আদায় করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা দ্রুত আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০২।

শিরোনাম ঃ বাই ব্যাক শেয়ারের বিপরীতে ব্যাংকের টাকা বিনিয়োগ এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও আদায়/ বিক্রয়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৪১৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সনের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগের শেয়ার ক্রয়ের নথি যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতিমালা অনুসারে আমানতের সর্বনিম্ন ১৯%বিনিয়োগ করার বিধান রয়েছে। উহার প্রেক্ষিতে বোর্ড বিভাগের ০৪-১১-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১০/১৩০২ এর মাধ্যমে ইউনিক হোটেল এন্ড রিসোর্ট লিঃ এর ৬২৫০০০০ টি শেয়ার ২০০ টাকা হিসাবে ১২৫.০০ কোটি টাকা এবং বেক্সটেক্স লিঃ এর ১৩৫০০০০০ টি শেয়ার ৮০ টাকা হিসাবে ১০৮.০০ কোটি টাকা ও জিএমজি এয়ার লাইন্স লিঃ এর ২,০০,০০,০০০ টি শেয়ার ৩৪.৫০ টাকা হিসাবে ৬৯.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৩০০.০০ কোটি টাকার শেয়ার ক্রয় করে এক বছর মেয়াদে বিতরণ করা হয়। বেক্সটেক্স এর শেয়ার পরবর্তীতে বেক্সিমকো লিঃ এর ৫২,০০,০০০ টি শেয়ারে রূপান্তর করা হয়। উক্ত বাই ব্যক শেয়ার একবছর পর ২০% লাভসহ ফেরত নেওয়ার শর্ত থাকলেও ২ বছরের মধ্যে সুদসহ আসল টাকা ফেরত প্রদান করেনি।
- ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ৩টি প্রতিষ্ঠানের সুদ বাবদ ১২৪.১৪ কোটি টাকা আদায়যোগ্য হয়। উক্ত সুদের মধ্যে মাত্র ৭.২৯ কোটি টাকা আদায় করা হয়। মেয়াদ শেষ হলেও আসল ও সুদ বাবদ মোট (৩০০.০০+১১৬.৮৫) ৪১৬.৮৫ কোটি টাকা অনাদায়ী রয়েছে (**বিবরণ পরিশিষ্ট " ২ " এ দেখানো হলো**)।

অনিয়মের কারণ ঃ

- উক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের বাই ব্যাক শেয়ার মার্কেটে বিক্রয় করে ব্যাংকের দায় সমন্বয়যোগ্য নয়। কারণ শেয়ারসমূহ ব্যাংকের নামে হস্তান্তর করা হয়নি।
- ক্রয়কৃত শেয়ারের বিপরীতে বেক্সিমকো লিঃ ও সাইনপুকুর সিরামিকস্ লিঃ এর লিয়েনকৃত ২৯৮৪৭২১১ টি শেয়ার বিক্রয় করে ব্যাংকের দায় হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- জিএমজি এয়ারওয়েজের শেয়ার মার্কেটে ছাড়া হয়নি। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানও বন্ধ রয়েছে। ফলে ক্রয়কৃত শেয়ারের ৬৯.০০ কোটি টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে। অলাভজনক শেয়ার ক্রয় করায় ব্যাংকের স্বার্থ দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
- অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য অদ্যাবধি কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের বাজার দর অনুযায়ী ক্রয়কৃত ও লিয়েনকৃত শেয়ারের বাজার মূল্য ২৭১.৩৪ কোটি টাকা। ফলে জামানত ঘাটতি থাকায় ঋণের দায় আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বাইব্যাক শেয়ারের অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহককে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংকের অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য ব্যাংকের আইনজীবির মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। আইনজীবির মতামত অনুযায়ী গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ২০% সুদসহ সুদে আসলে সমুদয় টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করা সত্ত্বেও উক্ত টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা গুরুতর অনিয়ম ও ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, সম্পূর্ণ টাকা আদায়ের জন্য আইনজীবির সাথে যোগাযোগের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন পরেও বাইব্যাক শেয়ারের টাকা আদায়/ সমন্বয়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক বর্তমানে ক্ষতির সম্মুখীন ফলে জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অনাদায়ী টাকা আদায় করতঃ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতি উত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অলাভজনক বাই-ব্যাক শেয়ার ক্রয়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায় পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৩।

শিরোনাম ঃ পর্যাপ্ত জামানত ছাড়া এলটিআর প্রদান করায় এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে ঋণ সৃষ্টি করায় ব্যাংকের ৪৭০৬.৪৫ লক্ষ টাকা অনাদায়জনিত ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রধান শাখার ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রধান শাখার গ্রাহক মেসার্স তানাকা ট্রেডকম ইন্টারন্যাশনাল লিঃ কে চিনি, ডাল ও তুলার ব্যবসা পরিচালনার জন্য পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে শাখার ১০-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-প্রশা/ঋণ/এলটিআর/৬৪/২০১১ এর মাধ্যমে ৭০ কোটি টাকার এলসি লিমিটসহ ৫০ কোটি টাকার এলটিআর ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে এলসি লিমিট ৮০ কোটি টাকায় বর্ধিত করা হয়। গ্রাহক ২০-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ব্যবসা শুরু করে এবং উক্ত তারিখে কোম্পানী নিবন্ধন করা হয়। শাখায় ০৩-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে চলতি হিসাব খুলে ঋণের জন্য আবেদন করা হয় পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক উক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের ১৯-০১-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর বিডি/বিএমএ/১২/১৪ এর মাধ্যমে এলটিআর ৫০ কোটি টাকা ও সিসি হাইপো ঋণ ১০ কোটি টাকা ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু গ্রাহক নিয়মিত ব্যবসা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়ায় ও ঋণের দায় পরিশোধ না করায় এলটিআর এর ৪৭.০৬ কোটি টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ৩ " এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- মঞ্জুরী আদেশের শর্তানুযায়ী একটি এলটিআর মেয়াদোত্তীর্ণ থাকা অবস্থায় পুনরায় আর এলটিআর সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে ৩টি এলটিআর বাবদ ৫.৮১ কোটি টাকার এলটিআর নিয়ম বহির্ভূতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।
- আলোচ্য ঋণসমূহ খেলাপী হলে কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের ০৬-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর বিডি/বিএমএ/১২/৯৯৬ এর মাধ্যমে ৩১-০৩-২০১৩খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিশোধের শর্তে পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ করেনি।
- গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ঋণসমূহ নিয়মিত রাখার স্বার্থে কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের ১৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বিডি/বিএমএ/১৩/৪২২ এর মাধ্যমে পুনরায় ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ মেয়াদে ঋণসমূহ পুনঃ তফসিল করা হয়। বর্ণিত পুনঃ তফসিলের শর্ত মোতাবেক মে/২০১৩ মাসের নিয়মিত কিস্তির টাকাও গ্রাহক পরিশোধ করেনি।
- ১৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৪৭,০৬,৪৫,০২৪ টাকার এলটিআর ও সিসি (হাইপো) ঋণ বাবদ ১০ কোটি টাকাসহ মোট ৫৭,০৬,৪৫,০২৪ টাকার বিপরীতে সহায়ক জামানত আছে মাত্র ২৩.১৭ কোটি টাকা। পর্যাপ্ত জামানত না থাকায় উক্ত ঋণের দায় আদায় অনিশ্চিত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- তুলার দাম আন্তর্জাতিকভাবে হ্রাস পাওয়ায় গ্রাহক ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারেনি। গ্রাহক কর্তৃক ইতিমধ্যে ডাউনপেমেন্ট জমা করতঃ ঋণ হিসাব পুনঃ তফসিল করা হয়েছে। ঋণ হিসাবটি নিয়মিত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। নিয়মবহির্ভূতভাবে এলটিআর সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২ বার পুনঃ তফসিল করা হলেও গ্রাহক পুনঃ তফসিলের শর্তানুযায়ী ঋণের দায় পরিশোধ করেনি। সর্বশেষ পুনঃ তফসিলের পরও ২টি কিস্তি বাবদ ১১৯৩.৩৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেনি। টিআর ঋণের দায় মেয়াদী ঋণে পরিণত করা আইনসম্মত নহে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ১৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে পুনঃ তফসিল করা হয়। পুনঃ তফসিল অনুযায়ী ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ঋণ আদায়ের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি ফলে জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। পুনঃ তফসিলের মেয়াদ পার হলেও ঋণ আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অতএব সমুদয় টাকা আদায় করে জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- শাখার পরীক্ষিত গ্রাহক না হওয়া সত্ত্বেও এবং পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ছাড়া অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ী অর্থ সত্বর আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৪।

শিরোনাম ঃ ক্যাশ এলসি স্থাপনের পরিবর্তে স্থানীয় ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় ও গ্রাহক কর্তৃক ক্রয়কৃত মালের মূল্য পরিশোধ না করায় সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের ১৮৮৯১.৫০ লক্ষ টাকা অনাদায়জনিত ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয় । নিরীক্ষাকালে প্রধান শাখার ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রধান শাখার গ্রাহক বেক্সিমকো লিঃ কে একই গ্রুপের অপর প্রতিষ্ঠান বেক্সটেক্স লিঃ হতে তুলা ও সুতা আমদানির জন্য বোর্ড বিভাগের ২৪-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বিডি/বিএমএ/১১/১৭৫ এর মাধ্যমে লোকাল ডেফার্ড এলসি লিমিট ২৪৪.০০ কোটি টাকার মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। শাখা কর্তৃক ২০-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২২৮.৯০ কোটি টাকার স্থানীয় ডেফার্ড এলসি ১২০ হতে ১৮০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে এলসি খোলা হয়। কিন্তু গ্রাহক অঙ্গীকার মোতাবেক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করায় অগ্রণী ব্যাংক মার্জিন অবশিষ্ট ২০৫.৭৪ কোটি টাকা ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।
- স্থানীয় ডেফার্ড এলসির পরিবর্তে ক্যাশ এলসি স্থাপনের মাধ্যমে মালামাল ক্রয়পূর্বক ডকুমেন্ট ছাড়করণের মাধ্যমে দায় সমন্বয় করা হলে উক্ত ডিমান্ড লোনের দায় সৃষ্টি হতো না।
- বেক্সিমকো লিঃ কোম্পানী একটি ১০০% রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠান সাধারণত রপ্তানি এলসি'র মাধ্যমে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে মালামাল রপ্তানিপূর্বক ব্যাক টু ব্যাক এর দায় সমন্বয় করে থাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় উক্ত দায়ের সৃষ্টি হয়েছে। ৩১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সুদাসল সহ মোট আদায়যোগ্য ২০৮৯২.১০ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ২০০০.৬০ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা গ্রাহক নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ না করায় ১৮৮৯১.৫০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ৪ " এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঋণপত্র স্থাপনকালে লিয়েনকৃত শেয়ারের বাজার মূল্য ছিল ৩৩৩.০০ কোটি টাকা। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৫৭.৯৮ কোটি টাকা। ফলে উক্ত ঋণের দায় আদায় অনিশ্চিত।
- এলসি'র মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামাল বিক্রয়পূর্বক গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধের জন্য প্রধান কার্যালয় ও শাখা হতে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি এবং মালামাল কি অবস্থায় আছে উহার তদন্ত করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে ১০% মার্জিনে এলসি সীমার আওতায় ঋণপত্র খোলা হয় এবং ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে ঋণপত্রের মূল্য পরিশোধ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে ঋণ হিসাবটি ৫ বৎসর মেয়াদে পুনঃ তফসিল করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে লোকাল ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা ঋণদান নীতিমালা/ ২০০২ এর পরিপন্থী। এলসি'র মাধ্যমে আমদানিকৃত মালামাল কোথায় কি অবস্থায় আছে উহার তদন্ত না করে ঋণ হিসাব ৫ বৎসর মেয়াদে পুনঃ তফসিলিকরণ ব্যাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পুনঃ তফসিলিকরণ আদেশের পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বর্তমানে ঋণ হিসাবটি নিয়মিত। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ২৩-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পুনঃ তফসিলিকরণের বিষয়টি অনুমোদন দেয়। জবাবের সমর্থনে প্রমাণপত্র না পাওয়ায় পুনঃ তফসিল ও ঋণ আদায় কার্যক্রমের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি ফলে জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। পুনঃ তফসিলের প্রমাণক সংযুক্ত না থাকায় ঋণটি যে নিয়মিত আছে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ফলে টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে এলসি স্থাপন অনুমোদনের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তি সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায়পূর্বক অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৫।

শিরোনাম ঃ সঠিকভাবে গ্রাহক নির্বাচন না করে প্রকল্প ও সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ এবং জামানত সমৃদ্ধ লোনের কস্ট অব ফান্ড সংরক্ষণ না করে সুদ মওকুফ করা সত্ত্বেও ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ৩৩৪৬.৬৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সার্কেল-১ এর ঋণের সুদ মওকূফ ও আদায় সংক্রান্ত নথি এবং বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- ঢাকার বিএএফ শাখার গ্রাহক গচিহাটা এ্যাকুয়াকালচার ফার্মস লিঃ, কিশোরগঞ্জকে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য ২৮-১১-১৯৯৪ খ্রিঃ তারিখে ৮২০.৪১ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প ঋণের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও ২০০১ হতে ২০০৩ সনে ০৩টি সিসি (হাইপো) ঋণ বাবদ ৯৫২.৭৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণগ্রহীতা ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় ঋণসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে। প্রকল্প ঋণের ৫৫৫.৪৫ লক্ষ টাকা ছাড়া সিসি (হাইপো) ঋণের কোন দায় গ্রাহক পরিশোধ করেনি।
- ঋণের বিপরীতে দায়বদ্ধ সম্পত্তির মূল্য ২০০৫ সনের মূল্যায়ন অনুযায়ী ৩১.০০ কোটি টাকা হওয়া সত্ত্বেও কস্ট অব ফান্ডের ১৫৪৬.৬৪ কোটি টাকা ঘাটতি নিয়ে সর্বশেষ বোর্ড ডিভিশনের ২৫-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১৩/৪৭৩ এর মাধ্যমে ১৮.০০ কোটি টাকা ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধের শর্তে সুদ মওকুফ করা হয়। কস্ট অব ফান্ড সংরক্ষণ না করে সুদ মওকুফ করায় ও গ্রাহক অদ্যাবধি ঋণের কোন টাকা পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ৩৩৪৬.৬৪ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ৫ " এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- বন্ধকী সম্পত্তি অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৩৩(৭) ধারা অনুসারে ব্যাংকের নামে অর্জনের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বারবার সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। সুদ মওকুফ সুবিধা কার্যকর না হওয়া সত্ত্বেও বারবার সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করায় গ্রাহককে ঋণের দায় পরিশোধে অনাগ্রহী করেছে।
- সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদানের পরিবর্তে ৩৩(৭) ধারায় মামলা সচল হলে ও তৎপরতা চালানো হলে ঋণের দায় আদায়ের সুযোগ ছিল।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১২-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর অম/অবি/ব্যাংকিং/প্রশা-১/বিবিধ-১০/২০০১(অংশ-১)/৬৭ অনুসারে ঋণের জামানত, সহজামানত ও উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয়সহ সকল আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পরও যদি দায় আদায় না করা যায় তখন কস্ট অব ফান্ড ঘাটতি দিয়ে ঋণের দায় আদায় করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উপরোক্ত পদ্ধতি শেষ না করেই কস্ট অব ফান্ডের ১৫৪৬.৬৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি দিয়ে সুদ মওকুফ করা হয়েছে। যা উপরোক্ত আদেশের পরিপন্থী।
- ব্যাংক প্রভাবশালী গ্রাহককে ঋণ প্রদান করায় ও কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্পর্কে সঠিক উদ্যোক্তা না হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ঋণ প্রদান করা ব্যাংকের ঋণ দান নীতিমালা/২০০২পরিপন্থী।
- সুদ মওকুফের পূর্বে বন্ধকী সম্পত্তির হালনাগাদ মূল্যায়ন না করে সুদ মওকুফ করা বিধিসম্মত নহে।
- উদ্যোক্তার পক্ষে ব্যাংক হতে ৫.৮০ কোটি টাকার পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাংলাদেশ খাদ্য ও চিনি শিল্প সংস্থার নামে ইস্যু করা হয়েছিল। নগদ টাকা গ্রহণ না করে পারফরমেন্স গ্যারান্টি ইস্যু করায় যে কোন সময় উক্ত টাকা ব্যাংক পরিশোধ করতে বাধ্য হবে। উক্ত টাকাও আদায়ের জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রধান কার্যালয় কর্তৃক ঋণ মঞ্জুর করায় শাখার কোন কিছু করার ছিল না। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুদ মওকুফ করা হয়। বন্ধকী সম্পত্তি অর্থ ঋণ আদালত আইন-২০০৩ এর ৩৩(৭) ধারা অনুসারে ব্যাংক বরাবর ন্যস্ত করার লক্ষ্যে অচিরেই শাখা কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। জামানত সমৃদ্ধ ঋণের দায় আদায়ের ক্ষেত্রে কস্ট অব ফান্ড সংরক্ষণ ও আয় খাত ডেবিট না করে সুদ মওকুফ করার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ রয়েছে। অথচ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে সুদ মওকুফ করা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বন্ধকীকৃত সম্পত্তি ব্যাংকের বরাবরে ন্যাস্ত করার লক্ষ্যে আইনজীবির সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। অনিয়মিতভাবে সুদ মওকুফের পরও তা কার্যকরী না হওয়ায় ঋণ আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ফলে জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণ আদায় করতঃ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সুদ মওকুফ আদেশ বাতিল করতঃ ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৬।

শিরোনাম ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে এলটিআর সৃষ্টিসহ এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের ৪২৩৯.৮১ লক্ষ টাকা অনাদায়জনিত ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে ব্যাংকের শাখাসমূহের সিএল বিবরণী পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- সাহেব বাজার শাখার গ্রাহক মেসার্স রুম্মান এন্ড ব্রাদার্স লিঃ কে এমডি মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জিএম কার্যালয়ের পত্র নং-ঋণ/সাহেব বাজার কর্পোঃ-৯৭৯/০১৪/১২ তারিখ-১৯-০৬-২০১২খ্রিঃ এর আদেশ অনুসারে খাদ্য শস্য আমদানির জন্য এলসি লিমিট ২০.০০ কোটি টাকা ও এলটিআর ১২.০০ কোটি টাকা ৩১-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে নবায়ন করা হয়। অনুরূপভাবে মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজকে ২৬-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-মমরাসা/ঋণ/সাহেব কর্পোঃ/৭৩৪/০০১/১৩ এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য ও বিটুমিন আমদানির জন্য এলসি লিমিট ১৫.০০ কোটি ও এলটিআর লিমিট ৯.০০ কোটি টাকা ৩১-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে নবায়ন করা হয়।
- একইভাবে জিএম কার্যালয় রাজশাহী এর ২৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর মমরাসা/ঋণ/সাহেব কর্পোঃ/৯০৯/০২৬/১২ এর মাধ্যমে মেসার্স নজরুল ইসলাম মাল্টি পারপাস কোল্ড ষ্টোরেজ লিঃ এর অনুকূলে খাদ্যশস্য ও কয়লা আমদানির জন্য এলসি লিমিট ৫.০০ কোটি টাকা ও এলটিআর লিমিট ২.০০ কোটি টাকা ৩১-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদে নবায়ন করা হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

- বর্ণিত ৩টি গ্রাহকের এলটিআর এর বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, এলটিআর মেয়াদোত্তীর্ণ থাকা অবস্থায় মেসার্স রুম্মান এন্ড ব্রাদার্স এর ৭.২৬ কোটি টাকার এলটিআর নিয়মবহির্ভূতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে ১.১৯ কোটি ও মেসার্স নজরুল ইসলাম মাল্টি পারপাস কোল্ড ষ্টোরেজ লিঃ এর অনুকূলে ১.০০ কোটি টাকার এলটিআর মেয়াদোত্তীর্ণ থাকা অবস্থায় নিয়ম বহির্ভূতভাবে দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। মঞ্জুরী আদেশের শর্তানুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ এলটিআর এর দায় থাকা অবস্থায় পুনরায় এলটিআর সৃষ্টি করা যাবে না।
- মেসার্স রুম্মান এন্ড ব্রাদার্স এর মেয়াদোত্তীর্ণ পিএডি দায় থাকা অবস্থায় ১০টি পিএডি দায় বাবদ ৭.৯২ কোটি টাকার পিএডি দায় সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট ১১টি পিএডি দায় দীর্ঘদিন যাবৎ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় রয়েছে।
- মেসার্স হক এন্টারপ্রাইজ এর মেয়াদোত্তীর্ণ পিএডি দায় সমন্বয় না করে পুনরায় ১৭টি পিএডি দায় বাবদ ৮.৮৩ কোট টাকার পিএডি দায় অনিয়মিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ মেয়াদোত্তীর্ণ পিএডি দায় বাবদ ৯.১৩ কোটি টাকা অনাদায় রয়েছে।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স নজরুল ইসলাম মাল্টিপারপাস এন্ড কোল্ড স্টোরেজ এর মেয়াদোত্তীর্ণ ৩৮.০৫ লক্ষ টাকার পিএডি দায় অসমন্বয় অবস্থায় রয়েছে।
- প্রধান কার্যালয় ও জিএম কার্যালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং ও অনাদায়ের বিবরণী পর্যালোচনা করে তড়িত পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় শাখা কর্তৃক মঞ্জুরীপত্রের শর্ত লংঘন করে এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে এলটিআর এবং পিএডি ঋণ সৃষ্টি করায় ৩টি প্রতিষ্ঠানের নিকট (২১.৯৬+১৮.১১+২.৩১) = ৪২.৩৮ কোটি টাকা অনাদায়ের আশংকা সৃষ্টি হয়েছে এবং শ্রেণীকৃত ঋণে পরিনত হওয়ার আশংকা রয়েছে **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ৬ " এ দেখানো হলো)**।
- মেয়াদোত্তীর্ণ এলটিআর এর দায় সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত ও একমাসের অধিক সময়ের পিএডি দায় সমন্বয় না করা পর্যন্ত পুনরায় এলসি স্থাপন করা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী এবং গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গণ্য।
- পিএডি দায় সৃষ্টির সাথে সাথে ডকুমেন্ট ছাড়করণপূর্বক পিএডি দায় সমন্বয় করার নিয়ম।
- আলোচ্যক্ষেত্রে পচনশীল দ্রব্য যথা মরিচ, আদা, রসুন ও গম আমদানি করা হয়েছে। ঋণপত্র সংশ্লিষ্ট পিএডি দায় সমন্বয়পূর্বক ডকুমেন্ট ছাড়করণের মাধ্যমে স্থল বন্দর হতে মালামাল খালাস করাতে হয়। আমদানিকৃত উক্ত মালামালের মূল্য আদায় না করায় মালামাল কোথায় কি অবস্থায় আছে উহা দ্রুত তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মঞ্জুরীপত্রের শর্তাবলী অনুযায়ী মালামাল ছাড়করণের জন্য এনওসি (No Objection Certificate) প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহকগণ বাকীতে মালামাল বিক্রয় করায় যথাসময়ে ব্যাংকের দায় পরিশোধ করতে পারেনি। গ্রাহকগণ ঋণ হিসাব পুনঃ তফসিলিকরণের জন্য আবেদন করেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব ঋণের মঞ্জুরীপত্র ও আমদানি নীতিমালার পরিপন্থী। কারণ মেয়াদোত্তীর্ণ এলটিআর এর দায় থাকা অবস্থায় পুনরায় এলটিআর দায় সৃষ্টি করা হয়েছে এবং গ্রাহকের পিএডি দায়ের মূল্য গ্রাহকের নিকট হতে আদায় না করে ডকুমেন্ট ছাড়করণ করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পিএডি ও এলটিআর এর ১৩.০৯ কোটি টাকা সমন্বয় হয়েছে , অবশিষ্ট টাকা গ্রাহক ১ মাসের মধ্যে সমন্বয় করে দিবেন মর্মে অঙ্গীকার করেছেন। জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। ১৩.০৯ কোটি টাকা সমন্বয়ের সমর্থনে কোন প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি বিধায় সমুদয় টাকা আদায় করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে ঋণ সৃষ্টি ও পিএডি দায়ের মালামালের টাকা নগদে আদায় না করে ডকুমেন্ট ছাড়করণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের অনাদায়ী অর্থ জরুরী ভিত্তিতে আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৭।

শিরোনাম ঃ অপর্যাপ্ত ইকুইটি এবং খেলাপী দায় থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়জনিত ক্ষতি ১২৪০৮.১০ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রধান শাখার ঋণ প্রদান ও আদায় নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বোর্ড বিভাগের ১৫-০৯-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-বিডি/বিএমএ/১০/১০৫৩ এর মাধ্যমে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ ঢাকার গ্রাহক মারহাবা সিনথেটিক মিলস লিঃ এর প্রকল্প অধিগ্রহণ করত ৩৫.০০ কোটি টাকা ঋণের দায় পরিশোধসহ বিএমআরই ঋণ বাবদ ২০ কোটি টাকা ৬ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সিসি (হাইপো) ঋণ ৪৫.০০ কোটি টাকা ও এলসি লিমিট ৭০ কোটি টাকা স্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- ঋণের ইক্যুইটি অপর্যাপ্ত এবং জামানত সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি মর্মে পরিচালনা পরিষদের মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও ৪৫.০০ কোটি টাকার সিসি (হাইপো) ঋণ ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ মেয়াদে বিতরণ করা হয়েছে। গ্রাহকের সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন না করেও খেলাপী দায় থাকা অবস্থায় ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের ১২৪.০৮ কোটি টাকা আদায় অনিশ্চিত **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ৭ " এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সিসি (হাইপো) ঋণের লিমিট ৪৫.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৫২.৬৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ লিমিট অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৭৬৩.৫২ লক্ষ টাকা।
- প্রকল্প অধিগ্রহণের সময় প্রকল্প ঋণ ছিল ১৮.৭৬ কোটি টাকা এবং চলতি মূলধন ঋণ ছিল ১৬.২৪ কোটি টাকা। চলতি মূলধন ঋণের ১৬.২৪ কোটি টাকার মালামাল বিক্রয় করে ব্যাংকের ঋণ হিসাবে পরিশোধ না করেই পুনরায় চলতি মূলধন ঋণ ৪৫.০০ কোটি টাকা মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে। যা বিধিসম্মত নহে।
- ঋণের মঞ্জুরী আদেশের শর্তাবলী অনুসারে অধিগ্রহণকৃত ঋণের ২টি কিস্তির অধিক অর্থাৎ ৫৩৪.১৩ লক্ষ টাকা ওভারডিউ দায় রয়েছে। অপরদিকে বিএমআরই ঋণের ৩টি কিস্তির টাকা আদায়যোগ্য হওয়ার পরও উহা আদায় না করে পুনরায় ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ ২৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ঋণ গ্রহীতার আইবিপি দায় বাবদ ৭২০.৮০ লক্ষ টাকা শ্রেণীকৃত থাকা অবস্থায় ৩৩৩৭০২৩.৮৯ মার্কিন ডলার মূল্যের আমদানি এলসি স্থাপন করা হয়েছে। উহার মধ্যে ৭৪৫.৯৯ লক্ষ টাকা মেয়াদোত্তীর্ণ বা ওভারডিউ দায়ের সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত ঋণ যে কোন সময় ডিমান্ড লোনে পরিণত হবে।
- অন্য ব্যাংকের অ্যাক্সেপ্টেন্স এর বিনিময়ে মেসার্স বিসমিল্লা গ্রুপের প্যারাগন নীট ওয়ার লিঃ, নুর এ্যাপারেলস ও আলিফ কম্পোজিট অর্থাৎ প্রাইম ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখা ও সোনালী ব্যাংক লিঃ, রূপসী বাংলা শাখার লোকাল বিল ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত বিল মূল্য আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় উহা শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে। শ্রেণীকৃত ঋণ থাকা অবস্থায় অর্থাৎ আইবিপি (Inland bill purchase) দায় থাকা অবস্থায় ঋণপত্র স্থাপন ও সিসি (হাইপো) ঋণ বিতরণ করা ব্যাংক কোম্পানী আইন-১৯৯১ এর ২৭ ক(ক) ধারার পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণের ইক্যুইটি ও জামানত যথাযথভাবে শাখা কর্তৃক মূল্যায়ন করে ও পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে ৪৫.০০ কোটি টাকার সিসি(হাইপো) ঋণ বিতরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখার স্বার্থে ও শ্রমিকদের বেতন ও ভাতাদি পরিশোধের জন্য সীমাতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিএমআরই প্রকল্পটিতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ায় সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ব্যাংকের আর্থিক বিধি-২০০২ অনুসারে আইবিপি বিল ক্রয় করা হয়েছে। বিলের দায় আদায়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বোর্ড মেমোতেই উল্লেখ রয়েছে গ্রাহকের ইক্যুইটি ও জামানত অতি মূল্যায়িত। সীমাতিরিক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান বিধিসম্মত নয়। তাছাড়াও আইবিপি বিলের দায় শ্রেণিকৃত হওয়ায় গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ সুবিধা প্রদান আইনসম্মত নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, সিসি ও আইবিপি টাকা আদায়ের জন্য প্রধান শাখাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সমুদয় টাকা আদায়ের সন্তোষজনক অগ্রগতি না থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় করে

প্রমাণকসহ জবাব দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ, ঋণের ওভারডিউ দায় ও সীমাতিরিক্ত দায় আদায় এবং শ্রেণিকৃত আইবিপি ঋণের অনাদায়ী অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ০৮।

শিরোনাম ঃ সরদার এ্যাপারেলস লিঃ কে অনিয়মিতভাবে প্রকল্প ঋণ প্রদান করায় ব্যাংকের অনাদায়জনিত ক্ষতি ৫৬৩১.৬৮ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণের নথি ও সিএল বিবরণী পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে,

- বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স সরদার এ্যাপারেলস লিঃ কে শিল্প ঋণ বিভাগ-২ এর ১৬-০৮-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর শিঋবি-২/মঞ্জুরী/সরদার এ্যাপারেলস/০৮/০৯ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণ বাবদ ১২০০.০০ লক্ষ টাকা ৫ বৎসর মেয়াদে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে ঋণ বিতরণ করা হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা ৩১-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩.৬৬ টি কিস্তি বাবদ ১৯৬.২৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেনি এবং সিসি (হাইপো) ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণের পরও সমন্বয়/নবায়ন না করায় ২টি সিসি (হাইপো) ঋণ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে ডিমান্ড লোনের দায়ও পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের মোট ৫৬৩১.৬৮ লক্ষ টাকা শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ৮ " এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ২টি সিসি (হাইপো) ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণের পরও নবায়ন না করায় ও সীমাতিরিক্ত দায়সহ (৭২০.৭৭ + ৯৭৯.৮৭) বা ১৭০০.৬৪ লক্ষ টাকা শ্রেণীকৃত অনাদায় রয়েছে।
- গ্রাহকের উৎপাদিত গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায় ২০-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৩৬৫০.০০ লক্ষ টাকার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হয়। উক্ত টাকা ১ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের জন্য কোম্পানী এফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের ১১-১০-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১২/১০৭১ এর মাধ্যমে পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। প্রতিমাসে ২০০.০০ লক্ষ টাকা হিসাবে ৩১-০৫-২০১৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা জমা হওয়ার শর্ত থাকলেও সেখানে ডিমান্ড লোন হিসাবে ৭৭৭.১৯ লক্ষ টাকা জমা হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩০.০০ কোটি টাকা ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের জন্য ৩০-০৬-২০১২খ্রিঃ মেয়াদে ঋণ সীমা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের মেয়াদ নবায়ন ও বৃদ্ধি না করা সত্ত্বেও শাখা হতে পুনরায় ৯০৮.১৪ লক্ষ টাকার ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে। উহার মধ্যে ৪৪১.৬৪ লক্ষ টাকার আইএফবিসির (Inward Foreign Bill Collection) দায় মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। যে কোন সময় পুনরায় ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হবে।
- গ্রাহকের রপ্তানির সামর্থ্য সঠিকভাবে যাচাই না করে পুনরায় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা বিধিসম্মত নহে। রপ্তানি ব্যর্থতার কারণে বার বার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- এছাড়াও ফরেন বিল পারচেজ বাবদ ১৩২.০১ লক্ষ টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ এফবিপি দায় রয়েছে। রপ্তানি বিলের দায় ১২০ দিনের মধ্যে সমন্বয়যোগ্য। কিন্তু উক্ত রপ্তানি বিলের দায় সমন্বয় করা হয়নি।
- ৩১-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণসমূহের মোট ২৮.৫১ কোটি টাকা ওভারডিউ দায়ের সৃষ্টি হয়েছে এবং ঋণসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে। ফলে ব্যাংকের ৫৬.৩২কোটি টাকা আদায় অনিশ্চিত।
- গ্রাহকের জামানতের চেয়ে দায় বেশী হওয়ায় ঋণসমূহ প্রবল ঝুঁকিতে রয়েছে।
- প্রধান কার্যালয় ও শাখার নিয়মিত নিবিড় তদারকি ব্যর্থতার কারণে ব্যাংক উক্ত টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণ গ্রহীতা শাখার দীর্ঘদিনের পুরাতন গ্রাহক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ ১৩ বৎসর যাবৎ অত্র শাখায় অত্যান্ত সুনামের সাথে ব্যবসা করছে। ঋণের অনাদায়ী ও সীমাতিরিক্ত দায় সমন্বয়ের জন্য গ্রাহককে তাগাদা দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি চালু রাখার স্বার্থে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রাহক ঋণের নিয়মিত কিস্তি ও সিসি (হাইপো) ঋণের সীমাতিরিক্ত দায় পরিশোধ না করায় এবং সিসি (হাইপো) ঋণ নবায়ন না করায় ঋণ হিসাবসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ঋণ প্রদান বা ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন অব্যাহত রাখা গুরুতর অনিয়ম হিসাবে গণ্য।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, আইনগত ব্যবস্থা ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান কার্যালয় হতে শাখাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে । পরবর্তী অগ্রগতি জানা যায়নি। জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ঋণের সমূদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধিহির্ভূতভাবে ঋণ বিতরনের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঋণের ওভারডিউ দায় দ্রুত আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক ।

অনুচ্ছেদ- ০৯।

শিরোনাম ঃ মেয়াদী ঋণের দায় মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন ২৩৩৪.৬৩ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ০৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগের কনসোর্টিয়াম ব্যবস্থার আওতায় প্রদানকৃত ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- প্রধান শাখার গ্রাহক তায়রুন্নেছা মেমোরিয়াল মেডিকেল সেন্টারকে অগ্রণী ব্যাংকের মেয়াদী ঋণের অংশ বাবদ ৩৪৪.৯৬ লক্ষ টাকা ৩০-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ মেয়াদি ঋণ বিতরণ করা হয়।
- গ্রাহক ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় শিল্প উন্নয়ন ঋণ বিভাগের ২৬-০৭-১৯৯৯ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর শিউঋবি/বাস্ত/ওয়েজ/৭৮০ অনুসারে ঋণ হিসাব পুনঃ তফসিলকরতঃ ঋণের মেয়াদ ৩০-১০-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা উক্ত পুনঃ তফসিলের শর্তানুসারে ঋণের দায় সমন্বয় করেনি।
- পরবর্তীতে ৮.৫০% কস্ট অব ফান্ড রেটে সুদ আরোপ করতঃ অনারোপিত সুদের ৪০৩.৭৩ লক্ষ টাকা মওকুফ করতঃ মওকুফ অবশিষ্ট ৬৫৩.৮২ লক্ষ টাকা ১০ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের জন্য বোর্ড বিভাগের ১৫-১০-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর বিডি/বিএমএ/০৬/১৬১৮ এর মাধ্যমে সুদ মওকুফসহ পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ না করায় ব্যাংক ২৩৩৪.৬৩ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন। **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ৯ " এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ৩১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণের মাত্র ৯২.০১ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে। ঋণ বিতরণের তারিখ হতে দীর্ঘ ১৩ বৎসর অতিবাহির্ত হওয়া ও প্রতিষ্ঠানটি চালু থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক ঋণ পরিশোধ না করার পর গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলাম প্রদান করা হয়নি।
- শাখা, প্রধান কার্যালয় এবং লীড ব্যাংক সোনালী ব্যাংক কর্তৃক কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উক্ত টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- তায়রুন্নেছা মেমোরিয়াল মেডিক্যাল সেন্টার লিঃ, কনসোর্টিয়াম ব্যবস্থার আওতায় সোনালী ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে অর্থায়িত প্রকল্প। খেলাপী দায়-দেনা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এমনকি বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ লীড ব্যাংক করে থাকে। লীড ব্যাংককে খেলাপী দায়-দেনা আদায়ের জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। ঋণ বিতরণের পর অদ্যাবধি ১৭ বৎসর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের দায় আদায়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ঋণ প্রদান নীতিমালার পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, অনাদায়ী দায়-দেনা আদায়ের লক্ষ্যে বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রির জন্য পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান রীট পিটিশন দায়ের করেন। ২৯-০৫-২০০৫ খ্রিঃ তারিখে রীট ভ্যাকেট করা হয় এবং ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ মামলা দায়ের করা হয়। টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি না থাকায় ঋণটি ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। মামলার নিবিড় তদারকির মাধ্যমে সমুদয় টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা দ্রুত আদায়ের নিমিত্তে গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও হালনাগাদ অনাদায়ী টাকা আদায় করতঃ অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১০।

শিরোনাম ঃ করদাতা কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজস্ব আয় হতে আয়কর পরিশোধ না করে ব্যাংক কর্তৃক আয়কর পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫৩২.২৪ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে এইচ আর প্লানিং এমপ্লয়মেন্ট এন্ড অপারেশন্স ডিভিশনের ২০১২-২০১৩ কর বছরের ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বৈতনিক আয়ের বিপরীতে কর পরিশোধের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, করদাতা কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিজস্ব আয় হতে আয়কর পরিশোধ না করে ব্যাংক কর্তৃক আয়কর পরিশোধ করায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫,৩২,২৪,৪৫২ টাকা।

অনিয়মের কারণ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ (বাস্তবায়ন অনু বিভাগ) এর ২৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখের জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৩৮-আইন/২১২/০৭.০০.০০০০.১৬১.০৭.০০১.১২-৯৭ অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহের করদাতা কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাদের নিজস্ব আয় হতে আয়কর পরিশোধ করার জন্য বলা হয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে দেখা যায় এ প্রতিষ্ঠান উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে ব্যাংক তহবিল হতে আয়কর পরিশোধ করেছে। **(বিবরণ পরিশিষ্ট "১০" এ দেখানো হলো)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ১৫-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পাদিত ভেন্ডার এগ্রিমেন্টের প্রেক্ষিতে সম্পাদিত এমওইউ বলবৎ থাকবে এবং এই ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সরকারি আদেশের পরিপন্থী। কারণ ২৯-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখের জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৩৮-আইন/২১২/০৭.০০.০০০০.১৬১.০৭.০০১.১২-৯৭ এর মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ব সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে তাদের আয়কর নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধ করবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ব্যাংক তহবিল হতে উক্ত কর পরিশোধ করা উক্ত আইনের পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের এসআর ও ২২৮-আইন-আয়কর ২০১১ কেবলমাত্র সরকারি অফিসের জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ২৭ মে ২০১২ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত নির্দেশনায় এসআরও নং-২৫৮/আইন/২০০৯/অম/অবি/ (বাস্তঃ-১/জাঃবেঃস্কেল-৪/২০০৯/২৩৫ তাং ০২-১২-২০০৯খ্রিঃ এর সংশোধনী আরোপ করা হয় , যার মধ্যে ব্যাংক ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত থাকায় প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আয়কর নিজে পরিশোধ করতে হবে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগের ২৭-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত এসআরও নং-২৫৮ এর সংশোধন অনুযায়ী ব্যাংক তহবিল হতে আয়কর প্রদানের কোন সুযোগ নেই বিধায় সমুদয় টাকা আদায় করে জানানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নিকট হতে আদায় করে অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যক।

৫—

অনুচ্ছেদ- ১১।

শিরোনাম ঃ খেলাপী ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয় কর্তৃক কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন ২৪৭৪.৭৯ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে শিল্প ঋণ বিভাগ ও আমদানি, রপ্তানি বিভাগের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- গ্রীণরোড কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স মৌরিশাস ইন্টারকন্টিনেন্টাল লিঃ কে গার্মেন্টস শিল্প স্থাপনের জন্য প্রকল্প ঋণ বাবদ ৬৩২.৭৮ লক্ষ টাকা ও চলতি মূলধন ঋণ বাবদ ৪৪.২৮ লক্ষ টাকা ২০-০২-১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখে বিতরণ করা হয়। গ্রাহক ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ও ডিমান্ড লোন সৃষ্টি হওয়ায় ঋণ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়। ফলে ব্যাংক ২৪৭৪.৭৯ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয় **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ১১ " এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ঋণ হিসাবসমূহ খেলাপী ঋণে পরিণত হওয়ায় শিল্প ঋণ বিভাগের ২৫/০৭/০৬ তারিখের পত্র নং শিঋবি/মৌরিশাস/৫১২/০৬ এর মাধ্যমে ঋণসমূহ পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয় এবং ঋণসমূহের মেয়াদ ৩১-১২-২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের ২৯-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১১/১৪৭৩ এর মাধ্যমে অনারোপিত সুদের ৫৪১.১৩ লক্ষ টাকা ও আরোপিত সুদের ৩৩৬.০৪ লক্ষ টাকা মওকুফ করতঃ মওকুফ অবশিষ্ট ১৫৯৭.৮০ লক্ষ টাকা ২৫-০৩-২০১২ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিশোধের শর্তে পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। কিন্তু গ্রাহক সুদ মওকুফ অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি মামলা করা হয়নি।
- দীর্ঘদিন খেলাপী ঋণের দায় আদায়ের জন্য বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি ও কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- প্রধান কার্যালয় কর্তৃক শ্রেণীকৃত ঋণের দায় আদায়ের জন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ও সুদ মওকুফের মাধ্যমে সময়ক্ষেপণ করায় ব্যাংকের উক্ত টাকা আদায়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে।
- ঋণের বিপরীতে বন্ধকীকৃত (৭৫+২৯৩+৪০৬) ৭৭৪ শতক জমি ও প্রকল্প ভবন এর বর্তমান বাজার মূল্য শাখা কর্তৃক এবং প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মূল্যায়ন না করেই সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ঋণ গ্রহীতার ঋণের দায় আদায়ের জন্য মোট ৫ বার পুনঃ তফসিল করা হলেও গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ করেনি। বার বার পুনঃ তফসিলিকরণের মাধ্যমে সময়ক্ষেপণ করা হয়েছে যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঋণের সম্পূর্ণ অনাদায়ী টাকা আদায়ের লক্ষ্যে ০৭ দিনের মধ্যে লিগ্যাল নোটিশ প্রদানপূর্বক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তিসহ মামলা দায়ের করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। ঋণ হিসাবটি বার বার পুনঃ তফসিল ও সুদ মওকুফ করার পরও গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালার পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, জরুরী ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আপত্তি সংশ্লিষ্ট টাকা আদায় না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সমুদয় টাকা আদায় করে জবাব দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ঋণের হালনাগাদ অনাদায়ী টাকা আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১২।

শিরোনাম ঃ সুদ মওকুফ সুবিধা বাতিল হওয়া সত্ত্বেও এবং জামানত সমৃদ্ধ ঋণের কস্ট অব ফান্ড কভার না করে সুদ মওকুফ করায় ব্যাংক ১১৭৯.৮৬ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সম্পন্ন করা হয় । নিরীক্ষাকালে প্রকল্প ঋণ বিভাগের সুদ মওকূফ সংক্রান্ত ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- রমনা শাখার গ্রাহক মেসার্স বেঙ্গল ফাইন সিরামিক্স লিঃ কে ১৫-০৫-২০০২ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৩-০৪-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প ঋণ, সিসি (হাইপো), সিসি (প্লেজ), লিম, টিআর,পিসি ও এফবিপি ঋণ বাবদ ২৪০৮.৮৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়। গ্রাহকের ১০০% রপ্তানিমুখী সিরামিক সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংক হতে বিভিন্ন ধরনের ঋণ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও ব্যবসা পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় ঋণসমূহ খেলাপী ঋণে পরিণত হয়। ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকের পাওনা দাঁড়ায় ৫৫০৩.১৬ লক্ষ টাকা। ঋণের বিপরীতে বন্ধকী সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ব্যাংক কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়েছে ৯৮৮২.০০ লক্ষ টাকা।

- ব্যাংক খেলাপী দায় আদায়ের জন্য ০৭-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করে। আদালত কর্তৃক সুদসহ সমুদয় টাকা প্রদানের জন্য ২৬-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ব্যাংকের অনুকূলে রায় প্রদান করেছে এবং বর্তমানে মামলা চলমান রয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- অর্থ ঋণ আদালতে মামলার কার্যক্রম চালু থাকা সত্ত্বেও অত্যাধিক জামানত সমৃদ্ধ থাকার পরও কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের ১৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর বিডি/বিএমএ/১১/৬৮১ এর মাধ্যমে ঋণের দায়ের তুলনায় জামানতের মূল্য কম থাকায় ও আদালতের মাধ্যমে ঋণ আদায় সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয় বহুল হওয়ার কারণ দেখিয়ে কস্ট অব ফান্ড কভার না করে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধের শর্তে ২৫০৩.১৬ লক্ষ টাকা সুদ মওকূফ করা হয়।
- গ্রাহক সুদ মওকূফের উক্ত সুবিধা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পুনরায় কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের ০৩-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১২/৪৩২ এর মাধ্যমে সুদবিহীনভাবে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা ৩০-০৮-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয়। যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী সুদ মওকূফ আদেশ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সুবিধা বাতিল না করে পুনরায় ৫ বৎসর মেয়াদী ঋণে পরিণত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা আরও ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- ৩১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কস্ট অব ফান্ড রেটে ৪৯৩১.৯৬ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য হয়। অথচ সেখানে সুদ মওকূফের মাধ্যমে ৩৭৫২.১০ লক্ষ টাকা (অর্থাৎ পূর্বে পরিশোধিত ৭৫২.১০ লক্ষ) আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ব্যাংকের কস্ট অব ফান্ড সংরক্ষণ না করায় জামানত সমৃদ্ধ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের ১১৭৯.৮৬ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ১২ " এ দেখানো হলো)**।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১২-০২-০৮ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-অম/অবি/ব্যাংকিং/প্রশা-১/বিবিধ-১০/২০০১(অংশ-১)/৬৭ এর মাধ্যমে সকল প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পরও এবং বন্ধকী সম্পত্তি ও গ্রাহকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিক্রয় হতে ঋণের দায় আদায় করা সম্ভব না হলে তখন কস্ট অব ফান্ড ঘাটতি দিয়ে সুদ মওকূফ করা যায়। আলোচ্যক্ষেত্রে উপরোক্ত আদেশের শর্তাবলী অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অনাদায়ী টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জামানত সমৃদ্ধ ঋণের ক্ষেত্রে কস্ট অব ফান্ড কভার না করে সুদ মওকূফ করা সরকারি আদেশের ও ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, মামলার তদারকি অব্যাহত রাখাসহ সুদ মওকুফের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনরায় অনুমোদনের জন্য শাখাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ঋণ আদায়ের অগ্রগতি প্রেরণ না করায় এবং সুদ মঞ্জুর নীতিমালা অনুযায়ী সুদ মওকুফ না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। মামলার নিবিড় তদারকির মাধ্যমে সমুদয় টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে জবাব দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- চলমান মামলার অগ্রগতি অবহিতকরণসহ সুদ মওকুফ আদেশ বাতিল করতঃ কস্ট অব ফান্ড কভার করে ব্যাংকের হালনাগাদ পাওনা অর্থ আদায় করে অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৩।

শিরোনাম ঃ কোন জামানত বা আমদানি পণ্যের দায় পরিশোধের নিশ্চয়তা গ্রহণ না করেই আমদানি এলসি (ডেফার্ড) স্থাপন এবং সৃষ্ট ডিমান্ড লোনের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন ২৭৮১.৯৫ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে বোর্ড বিভাগের মঞ্জুরী আদেশ ও সিএল বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ,নিউমার্কেট কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর গ্রাহক মেসার্স তাসমীন ফ্লাওয়ার মিলস লিঃ কে আটা, ময়দা ও সুজি তৈরীর জন্য যন্ত্রপাতি আমদানির লক্ষ্যে বোর্ড বিভাগের ৩০-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১০/১৬৫৯ এর মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ১৮০ দিন মেয়াদে ডেফার্ড পেমেন্টে পরিশোধের শর্তে ২৮৮৪.১২ লক্ষ টাকার এলসি স্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়। শাখা কর্তৃক ০৫-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে এলসি নং-০০৩৯১১০২০০০১ এর মাধ্যমে ৩০,৫০,০০০.০০ ইউরো মূল্যের এলসি স্থাপন করা হয়। অঙ্গীকারনামা মোতাবেক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য গ্রাহক পরিশোধ না করায় ব্যাংক রপ্তানিকারকের পণ্যের মূল্য বাবদ ২৭৮১.৯৫ লক্ষ টাকা ডিমান্ড লোনের সৃষ্টি করে পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- গ্রাহক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করায় ব্যাংক ২৭৮১.৯৫ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ১৩ " এ দেখানো হলো)**।
- আলোচ্য ঋণপত্র মূল্যের সমপরিমাণ সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণপত্র স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে যাবতীয় নিয়মাচার পরিচালনপূর্বক ঋণপত্র খোলা হয়েছে। গ্রাহক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করায় গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা তথা মামলা চলমান রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। ঋণগ্রহীতা শাখার পরীক্ষিত গ্রাহক না হওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ছাড়া ঋণপত্র স্থাপন করা হয়েছে যা ব্যাংকের ঋণদান নীতিমালার পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের ফোর্সড লোন সংশ্লিষ্ট খেলাপীর উপরে আইনগত ব্যবস্থা চলমান রেখে অনাদায়ী টাকা আদায়ের নির্দেশ শাখাকে দেয়া হয়েছে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি জানানো হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। মামলার নিবিড় তদারকির মাধ্যমে অনাদায়ী টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণপত্র স্থাপনের মঞ্জুরী আদেশ প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের হালনাগাদ অনাদায়ী টাকা আদায়পূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৪।

শিরোনাম ঃ ডিমান্ড লোনের দায় এবং টিআর ঋণের দায় অনাদায়জনিত ব্যাংকের ক্ষতি ২৭১৭৭.০০ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে বোর্ড বিভাগের মঞ্জুরী আদেশ ও সিএল বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- লালদীঘি পূর্ব কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর গ্রাহক মেসার্স নূর জাহান সুপার অয়েল লিমিটেড কে মালয়েশিয়া হতে ক্রুড পাম অয়েল আমদানির জন্য বোর্ড বিভাগের ২৪-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের বিডি/বিএমএ/১৫৬ নম্বর পত্রের মাধ্যমে ২০% মার্জিনে ১৩৩৬০.০০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৮০ দিন মেয়াদে ডেফার্ড এলসি খোলার অনুমোদন প্রদান করা হয়। শাখা হতে এলসি নং-০০১৭১১০২০০০৫ তাং-০৩-০৮-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১১৭৬৫.০০ লক্ষ টাকা মূল্যের এলসি স্থাপন করা হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

- ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি অনুসারে ক্রুড পাম অয়েল আমদানির জন্য ৯০ দিন মেয়াদে ক্যাশ এলসি এট সাইট স্থাপনের নিয়ম। আলোচ্যক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্ত উপেক্ষা করে ক্যাশ এলসি ডেফার্ড স্থাপন করায় ও নির্ধারিত তারিখে রপ্তানিকারককে ব্যাংক ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে ৬৫৩৪.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে। গ্রাহক এ পর্যন্ত মাত্র ৮১৬.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে। ডিমান্ড লোনের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ৬৫৪৭.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স খালেক এন্ড সন্স কে বোর্ড বিভাগের ২৮-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/১১/১৮০ এর মাধ্যমে গম আমদানির লক্ষ্যে ২০% মার্জিনে ৩০৪.৯৪ কোটি টাকার ক্যাশ এলসি স্থাপন ও ৯০ দিন মেয়াদে টিআর ঋণ বাবদ ২৪৩৯৪.০০ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয়। শাখা কর্তৃক ২০২৭৯.০০ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ বিতরণ করা হয়। ৩১-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত উক্ত ঋণ বাবদ ২০৬৩০.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- আলোচ্য ডিমান্ড লোন সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নেয়া হয়নি। এক্ষেত্রে এমডি মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা বিধি সম্মত হয়নি।
- গ্রাহকদ্বয় আমদানিকৃত পণ্য বিক্রয় করে ঋণ হিসাবে জমা না করায় ও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নেয়ায় ব্যাংক উক্ত টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।
- ২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাংকের অনাদায়ী রয়েছে (৬৫৪৭.০০+২০৬৩০.০০) ২৭১৭৭.০০ লক্ষ টাকা (**বিবরণ পরিশিষ্ট " ১৪ " এ দেখানো হলো)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- গ্রাহক নির্ধারিত তারিখে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য পরিশোধ না করায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে বৈদেশিক ব্যাংকের দায় পরিশোধ করা হয়। গ্রাহককে বারবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও ঋণের দায় পরিশোধ করেনি। স্বাক্ষরিত চেক ডিজঅনারড হওয়ায় গ্রাহকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। সহায়ক জামানত বন্ধক গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণপত্র স্থাপন ও টিআর ঋণ প্রদান করা ব্যাংকের ঋণদান নীতিমালার পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহকের ডিমান্ড লোনসহ LTR এর দায় আদায়ের জন্য মানি মামলা ৫২/১৩ তাং ১৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ দায়ের করা হয়। টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ অগ্রগতি জানা যায়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। মামলার নিবিড় তদারকির মাধ্যমে অনাদায়ী টাকা আদায় করে জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুরকারী কর্মকর্তাগনের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের হালনাগাদ অনাদায়ী টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৫।

শিরোনাম ঃ পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ না করে আমদানি ঋণপত্র স্থাপন, টিআর ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ এবং ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ক্ষতির সম্মুখীন ১৭৮২৮.০০ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে বোর্ড বিভাগের মঞ্জুরী আদেশ ও সিএল বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- লালদীঘি পূর্ব কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর গ্রাহক মেসার্স মহিব ষ্টীল এন্ড শীপ রি-সাইক্লিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কে কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ২৯-০৪-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১০/৩৯৪ এর মাধ্যমে ২০% মার্জিনে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানির জন্য ৮৯০০.০০ লক্ষ টাকার আমদানি এলসি এট সাইট স্থাপনের এবং ২৭০ দিন মেয়াদে টিআর ঋণ ৭১২০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ সীমা অনুমোদন করা হয়। কিন্তু গ্রাহক ঋণের মেয়াদ শেষ হওয়ার দীর্ঘদিন পরও দায় পরিশোধ না করায় ব্যাংকের টিআর ঋণের ৯১৯৩.০০ লক্ষ টাকা আদায় অনিশ্চিত।

অনিয়মের কারণ ঃ

- শাখার পরীক্ষিত গ্রাহক না হলে ১০০% জামানতসহ আমদানি এলসি স্থাপনের নিয়ম। আলোচ্যক্ষেত্রে মাত্র ৪০০.০০ লক্ষ টাকার এফডিআর লিয়েন রাখা ছাড়া কোন সহায়ক জামানত নেওয়া হয়নি।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুযায়ী ৭১২০.০০ লক্ষ টাকা টিআর ঋণ সীমার বিপরীতে টিআর সৃষ্টি করা হয়েছে ৮২২৯.০০ লক্ষ টাকা। ঋণসীমা অপেক্ষা ১১৬৯.০০ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ অতিরিক্ত সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০% হারে মার্জিন জমা না নিয়ে এলসি ও টিআর ঋণ স্থাপন করা হয়েছে যা মঞ্জুরী পত্রের শর্তের পরিপন্থী।
- পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে এলসি স্থাপন ও টিআর ঋণ বিতরণ করা ব্যাংকের ক্রেডিট নীতিমালার পরিপন্থী।
- শাখার অপর গ্রাহক রুবাইয়া ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডকে ক্রুড পাম অয়েল আমদানির জন্য কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের ১৮-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখের বিডি/বিএমএ/৪৩২ নম্বর পত্রের মাধ্যমে ক্যাশ এলসি ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা ও টিআর ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা ৩১-১২-২০১১ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু গ্রাহক টিআর ঋণের দায় পরিশোধ না করায় ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংক ৭৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।
- মঞ্জুরী আদেশের শর্তাবলী অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ টিআর ঋণ থাকা অবস্থায় পুনরায় নতুন করে টিআর ঋণ সৃষ্টি করা যাবে না। আলোচ্যক্ষেত্রে ২২-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখের টিআর ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ হয় ২৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে। উক্ত তারিখের টিআর ঋণের দায় সমন্বয় না করে পুনরায় ০৭-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৩০৩৮.০০ লক্ষ টাকা ও ১২-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ১৯৯.০০ লক্ষ টাকা টিআর ঋণ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৩১-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত টিআর ঋণ হিসাবে ৭৩৭৮.০০ ও সিসি (হাইপো) হিসাবে ১২৫৭.০০ লক্ষ টাকা মোট ৮৬৩৫.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য গ্রাহক ২০০৯ সন হতে এই শাখায় ব্যবসা শুরু করেন।
- রুবাইয়া ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১০০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহক উক্ত ঋণ হিসাবে লেনদেন না করায় ঋণটি শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে ও লিমিট অতিরিক্ত দায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- ২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাংকের মোট (৯১৯৩.০০ লক্ষ + ৮৬৩৫.০০ লক্ষ টাকা) ১৭৮২৮.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ১৫ " এ দেখানো হলো)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরিচালনা পর্ষদের ০৫-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখের ৬৮৫/১০ স্মারক মূলে ২০% এর পরিবর্তে ১০% মার্জিন নির্ধারণ করা হয়। ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত দায় সৃষ্টি হয়েছে। ঋণের অনাদায়ী টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় গ্রাহকদ্বয়ের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিয়মবহির্ভূতভাবে ও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে ঋণ বিতরণ করা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, দায়েরকৃত মামলা তদারকির ব্যবস্থা রেখে ঋণ আদায়ের জন্য শাখাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ অগ্রগতি জানা যায়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতি জানিয়ে জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত না নিয়ে এলসি সীমা মঞ্জুরী প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের হালনাগাদ অনাদায়ী টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৬।

শিরোনাম ঃ ন্যূনতম মার্জিন ও সহায়ক সম্পত্তি বন্ধক না নিয়ে আমদানি এলসি স্থাপন ও টিআর (Trust Receipts) ঋণ প্রদান এবং মেয়াদোত্তীর্ণের পরও দায় পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ২২৮৬৩.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রধান কার্যালয়ের কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের ঋণ মঞ্জুরী ও সিএল বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- লালদীঘি পূর্ব কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর গ্রাহক মেসার্স এস আলম ভেজিটেবল অয়েল লিঃ কে শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে বোর্ড বিভাগের ১৪-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর বিডি/বিএমএ/১০/১১৪৮ এর মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া হতে ক্রুড পাম অয়েল আমদানির লক্ষ্যে ৪০৫৬৫.০০ লক্ষ টাকার আমদানি এলসি স্থাপনের ও ১৮০ দিন মেয়াদে ৩৬৫০৯.০০ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ মঞ্জুরী আদেশ প্রদান করা হয়। মেয়াদোত্তীর্ণের পরও ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। কিন্তু ৩০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ঋণের ২টি কিস্তি বাবদ ১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা গ্রাহক পরিশোধ করেনি। ফলে ঋণ হিসাবে ১০১৩৩.০০ লক্ষ টাকা অনাদায় রয়েছে।
- অনুরূপভাবে শাখার অপর গ্রাহক এস,আলম সুপার এডিবল অয়েল লিঃ কে বোর্ড ডিভিশনের ১৪-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১০/১১৪৯ এর মাধ্যমে ক্রুড পাম অয়েল আমদানির জন্য ৪০৫৬৫.০০ লক্ষ টাকার আমদানি এলসি স্থাপনের জন্য ও ১৮০ দিন মেয়াদে ৩৬৫০৯.০০ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় পুনরায় ৩০-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পুনঃ তফসিলিকরণের মাধ্যমে ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলেও গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ করেনি। ফলে ৩১-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত টিআর ঋণের ১২৭৩০.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- ঋণ গ্রহীতার ২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ৩১-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মোট (১০১৩৩.০০ + ১২৭৩০.০০) ২২৮৬৩.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ১৬ " এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- এলসি স্থাপনকালে ন্যূনতম কোন সহায়ক জামানত নেওয়া হয়নি।
- মঞ্জুরী আদেশে ৫% মার্জিন নগদ অর্থের পরিবর্তে এফডিআর লিয়েন হিসাবে নেওয়া হয়েছে। যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী। কারণ মার্জিন গ্রহণ করে ব্যাংক সাময়িক সময় সুদবিহীনভাবে অর্থ সংগ্রহ করে সুদযুক্ত হিসাবে বিনিয়োগ করে ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি করে।
- ভোগ্যপণ্য মালামালের ক্ষেত্রে ৯০ দিন মেয়াদে এলটিআর (Loan Against Trust Receipts) প্রদান করা হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ১৮০ দিন মেয়াদে এলটিআর প্রদান করা হয়েছে যা এলটিআর বিতরণ নীতিমালার পরিপন্থী।
- আমদানিকৃত মালামালের বিক্রয়পূর্বক ২ বৎসরের মধ্যে ঋণ হিসাবে জমা না করায় গ্রাহক টিআর এর শর্ত ভঙ্গ করেছে।
- ঋণের দায় আদায় না করে বার বার সময়বৃদ্ধি করায় ব্যাংকের উক্ত টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে ও অনিয়মিত দায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- এসআলম সুপার এডিবল অয়েল এর বিপরীতে ২৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৯১২৭.০০ লক্ষ টাকার ০০১৭১১০১০১০০ ও ০০১৭১১০১০১ আমদানি এলসি স্থাপন করা হয়। উক্ত এলসি'র দায় সমন্বয় না করে পিএডি হিসাবে দীর্ঘদিন রাখা হয়। উক্ত দায় সমন্বয় না করা সত্ত্বেও ২৬-০৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় ৪৮০১.০০ লক্ষ টাকার ০০১৭১২০১০০৭৪ নম্বর আমদানি এলসি স্থাপন করা হয়েছে। পিএডি দায় দীর্ঘদিন অসমন্বয় থাকা অবস্থায় পুনরায় এলসি স্থাপন করা আইনসম্মত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- গ্রাহকদ্বয়ের টিআর ঋণের মেয়াদ পুনঃ তফসিলিকরণের মাধ্যমে ৩০-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২টি হিসাবে গ্রাহকদ্বয় (৭৩১২.০০ + ২০০০.০০) ৯৩১২.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত বন্ধক না নিয়ে আমদানি এলসি ও টিআর ঋণ মঞ্জুর করায় উক্ত ঝুঁকিপূর্ণ দায়ের সৃষ্টি হয়েছে। টিআর ঋণ দীর্ঘমেয়াদী ঋণে পরিণত করা সত্ত্বেও গ্রাহক মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তি ও ঋণের দায় পরিশোধ করেনি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, পুনঃ তফসিলের মাধ্যমে অনাদায়ী টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। LTR এর দায় পরিশোধের জন্য পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সময় বৃদ্ধি করা হয়। ঋণ নিয়মিত আদায় হচ্ছে এর কোন অগ্রগতি জানা যায়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। জবাবে ১০৩৫৩.০০ লক্ষ টাকা আদায়ের কথা বলা হলেও তার সমর্থনে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। বিধায় সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব

প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অনাদায়ী টাকা আদায় করতঃ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে এফডিআরের পরিবর্তে মার্জিন নগদ আদায় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও সহায়ক জামানত মর্টগেজ নিয়ে ঋণ প্রদান আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৭।

শিরোনাম ঃ সহায়ক জামানত না নিয়ে আমদানি এলসি স্থাপন এবং টিআর ঋণের মঞ্জুরী প্রদান ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংক ৪৭৯৪৬.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে বোর্ড বিভাগ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরীর আদেশ ও সিএল (Classification of Loan) বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- আগ্রাবাদ (জাহান ভবন) কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স মাররীন ভেজিটেবল অয়েল মিলস লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড বিভাগের ০২-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১১/৪৫৭ এর মাধ্যমে ক্রুড পাম অয়েল আমদানির জন্য ৩০% মার্জিনে ৩২৭০৪.০০ লক্ষ টাকার আমদানি এলসি স্থাপন এবং ৬০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ২২৮৯২.০০ লক্ষ টাকার টিআর মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে আমদানিকৃত মালামালের মূল্য বিক্রয়পূর্বক ঋণ হিসাবে জমা না করায় ব্যাংকের ৩০৬৩৮.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- উক্ত ঋণের দায় পুনঃ তফসিলিকরণের পরও গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ করেনি।

অনিয়মের কারণ ঃ

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ৩টি পিএডি দায় বাবদ ৯০৮৬.০০ লক্ষ টাকা দীর্ঘদিন যাবৎ সমন্বয় বা ডকুমেন্ট ছাড়করণ না করার পরও উক্ত ঋণের মেয়াদ ১৮-০২-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। উক্ত পিএডি দায়ের বিপরীতে ব্যাংকের দায়বদ্ধ মালামাল কি অবস্থায় আছে উহা তদন্ত না করে ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা বিধিসম্মত নয়।
- শাখার অপর গ্রাহক মেসার্স এম,এম ভেজিটেবল অয়েল প্রডাক্ট লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড বিভাগের ২৭-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১০/১২৬২ এর মাধ্যমে ২০% মার্জিনে ক্রুড সয়াবিন অয়েল আমদানির জন্য ১০৮৬২.০০ লক্ষ টাকার আমদানি এলসি স্থাপনের ও ১২০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৮৬৯০.০০ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহক টিআর ঋণের দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ৫৯২৪.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- শাখার অপর গ্রাহক মেসার্স সামান্নাজ সুপার অয়েল লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড বিভাগের ০২-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১১/৪৫৮ এর মাধ্যমে ক্রুড পাম অয়েল আমদানির জন্য ২০% মার্জিনে ১২৬২৭.০০ লক্ষ টাকার আমদানি এলসি স্থাপনের ও ১০১০২ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ ১২০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করা হয়। উক্ত ঋণের দায় মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর সমন্বয় না করে পুনরায় ৩৮১৪.০০ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ ৬০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহক টিআর ঋণের দায় পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ৭৫১৬.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এসএ অয়েল রিফাইনারী লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের কোম্পানী অ্যাফেয়ার্স এন্ড বোর্ড ডিভিশনের ১৮-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১১/১৩৬২ এর মাধ্যমে স্থাপিত ঋণপত্রের পিএডি দায় বাবদ ৪৯১০.০০ লক্ষ টাকা টিআর ঋণে পরিণত করা হয়। উক্ত ঋণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করায় ৩১-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- বর্ণিত প্রতিষ্ঠান সমুহের নিকট ৩১-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ব্যাংকের অনাদায়ী রয়েছে (৩০৬৩৮.০০ + ৫৯২৪.০০ +৭৫১৬.০০+ ৩৮৬৮.০০) ৪৭৯৪৬.০০ লক্ষ টাকা। **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ১৭ " এ দেখানো হলো)।**
- উক্ত ঋণের বিপরীতে গ্রাহকগণের নিকট হতে কোন সহায়ক জামানত নেয়া হয়নি। যা ব্যাংকের ঋণদান নীতিমালার পরিপন্থী।
- গ্রাহকগণ টিআর ঋণের মালামাল বিক্রয়পূর্বক ঋণ হিসাবে জমা না করায় টিআর ঋণের শর্ত অর্থাৎ বিশ্বস্ততা ভঙ্গ করায় ব্যাংক উক্ত টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শীর্ষ স্থানীয় ভোজ্য তেল আমদানিকারক। পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে জামানত ছাড়া আমদানি এলসি স্থাপন ও টিআর ঋণ মঞ্জুর করায় আলোচ্য এলসি স্থাপনসহ ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। মেসার্স মাররীন ভেজিটেবল অয়েল লিঃ এর ঋণ পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। ১ম কিস্তি বাবদ ৪০৫৫.০০ লক্ষ টাকা জুন মাসে আদায়য়োগ্য হয়। গ্রাহক পরিশোধ না করায় তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। এমএম ভেজিটেবল ওয়েল প্রোডাক্ট

লিঃ সামান্নাজ সুপার ওয়েল লিঃ এবং এমএম অয়েল রিফাইনারী লিঃ ঋণের দায় পরিশোধ না করায় আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের জবাবে জানানো হয় যে, প্রতিষ্ঠানটি দেশের শীর্ষস্থানীয় ভোজ্যতেল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সহায়ক জামানতবিহীন উক্ত এলটিআর সুবিধা প্রদান করা হয় কিন্তু দায় অসমন্বিত থাকায় ঋণসমূহ পুনঃ তফসিলপূর্বক ১৮-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়। তথাপিও ঋণ আদায় না হওয়ায় আইনী সহায়তা নিয়ে আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের নামে বা গ্রুপের অন্যান্য স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির অনুসন্ধান করা হচ্ছে। জামানত ছাড়া এত বিপুল অংকের এলটিআর মঞ্জুর করে ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ত্বরান্বিত করা হয়েছে। বর্তমানে মামলা করলেও ঋণ আদায়ের তেমন কোন অগ্রগতি নাই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ক্ষতির দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঋণের অনাদায়ী টাকা দ্রুত আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- মামলার নিবিড় তদারকির মাধ্যমে হালনাগাদ অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৮।

শিরোনাম ঃ প্রয়োজনীয় সহায়ক জামানত না নিয়ে এলটিআর মঞ্জুরী এবং ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ১৫০৯২.০০ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে বোর্ড বিভাগ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরীর আদেশ ও সিএল বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- বাণিজ্যিক এলাকা কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর গ্রাহক মেসার্স ছিদ্দিক ট্রেডার্সকে কানাডা হতে গম আমদানির জন্য বোর্ড বিভাগের ১৪-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১০/১১৫৪ এর মাধ্যমে ১০% মার্জিনে ১১২.৬৭ কোটি টাকার আমদানি এলসি স্থাপনের ও ১০% মার্জিনে ৯৮১৩.০০ লক্ষ টাকা ১৫০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে টিআর ঋণ অনুমোদন করা হয়। উক্ত ঋণের বিপরীতে ২৩-০৩-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৯৮১৩.০০ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ সৃষ্টি করা হয়।
- বোর্ড বিভাগের ২৩-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১০/১৫৭৮ এর মাধ্যমে ইউক্রেন হতে গম আমদানির জন্য ১০% মার্জিনে ৫৫০৬.০০ লক্ষ টাকা ১৫০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে টিআর ঋণ মঞ্জুর করা হয়। উক্ত ঋণের বিপরীতে ০১-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৪৬৪৪.০০ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ সৃষ্টি হয়েছে।
- গ্রাহক আমাদানিকৃত পণ্য বিক্রয়পূর্বক ঋণ হিসাবে জমা না করায় উক্ত দুইটি হিসাবে ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত (১২৩৬৩.০০+২৭২৯.০০) ১৫০৯২.০০ লক্ষ টাকা অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে **(বিবরণ পরিশিষ্ট "১৮" এ দেখানো হলো)**।

অনিয়মের কারণ ঃ

- গ্রাহক শাখায় ব্যবসা করার জন্য ১৫-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রথম হিসাব খোলেন। শাখার নতুন গ্রাহক হিসাবে অনুমোদিত ঋণাংকের সমপরিমাণ জামানত নেওয়া হয়নি। গ্রাহকের ঋণের দায়ের বিপরীতে ৭৫৭৫.০০ লক্ষ টাকার সহায়ক জামানত বন্ধক নেয়া হয়েছে। ফলে ব্যাংকের দায়ের তুলনায় মাত্র ৫০% সহায়ক জামানত বন্ধক নেয়া হয়েছে।
- গ্রাহকের ১৯/১০ নম্বর টিআর ঋণের দায় সমন্বয় না করে বর্ণিত ঋণ সৃষ্টি করা মঞ্জুরীপত্রের শর্তের পরিপন্থী। অপরদিকে উক্ত ঋণের দায় গ্রাহকের নিকট হতে আদায় না করে টিআর নম্বর-৩/১১ হতে ০২-০৫-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ১৩৮৭.০০ লক্ষ টাকা ডেবিট করে উক্ত ঋণ হিসাব সমন্বয় করা হয়। যা ব্যাংকের ঋণদান নীতিমালার পরিপন্থী ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসাবে গন্য।
- ব্যাংকের টিআর ঋণ প্রদানের নীতিমালা অনুসারে ভোগ্যপণ্য মালামাল আমদানি ও উক্ত ঋণের জন্য টিআর ঋণের মেয়াদ ৯০ দিন। অথচ বিভাগ কর্তৃক ১৫০ দিন সময় প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণের দায় আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতির আশংকার সৃষ্টি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ব্যাংকের এলটিআর প্রদানের নীতিমালা অনুসারে ভোগ্যপণ্য মালামাল আমদানির জন্য পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে টিআর ঋণ অনুমোদন করা হয় এবং পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের আলোকে টিআর হিসাব ডেবিট করে পূর্বের টিআর ঋণের দায় পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি। বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করে ডাউন পেমেন্ট জমা স্বাপেক্ষে পুনঃ তফসিলিকরণের অনুমোদন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব ব্যাংকের টিআর ঋণ প্রদান নীতিমালার পরিপন্থী। একটি টিআর ঋণ ডিবিট করে মেয়াদোত্তীর্ণ টিআর ঋণের দায় সমন্বয় করা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী। ব্যাংকের বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য ঋণের দায়ের তুলনায় কম হওয়ায় ব্যাংকের বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণের দায় সমন্বয় করাও ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৯-১০-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে,

সরকারের অগ্রাধিকারমূলক খাদ্য আইটেম (ভোগ্য পণ্য) এর অন্তর্ভূক্ত গ্রাহককে শুধুমাত্র চেক গ্রহণ সাপেক্ষে এলটিআর অনুমোদন দেয়া হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ৭৫৭৫.০০ লক্ষ টাকার সহায়ক জামানত গ্রহণ করা হয়। এলটিআর প্রথমত সৃষ্টি করা হয় ৫৬৬৯.০০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে উক্ত এলটিআর হতে ১৩৮৭.০০ লক্ষ টাকা এবং অবশিষ্ট টাকা গ্রাহকের হিসাব ডেবিট করে ২১-০৮-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সম্পূর্ণ এলটিআর দায় সমন্বয় করা হয়। নতুন গ্রাহকের অনুকূলে পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ ছাড়া টিআর ঋণ মঞ্জুর সঠিক হয়নি। ২৩-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখের ঋণ মঞ্জুরীর 'চ' শর্ত মোতাবেক ডলার এর বিনিময় মূল্য জনিত পার্থক্য গ্রাহক বহন করার কথা। ফলে এলটিআর ডেবিট করে দায় পরিশোধ সঠিক হয়নি। এমতাবস্থায় বিস্তারিত তথ্যসহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- নিয়ম বহির্ভূতভাবে এলসি স্থাপন ও টিআর ঋণ মঞ্জুরীর সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণের অনাদায়ী টাকা দ্রুত আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ১৯।

শিরোনাম ঃ পর্যাপ্ত জামানত বন্ধক না নিয়ে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে নির্ধারিত ঋণ সীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ফান্ডেড/নন ফান্ডেড ঋণ মঞ্জুর ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের টিআর ঋণের ১৪৫১৩.০০ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব নিরীক্ষা কাজ ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আরম্ভ করে ১৬-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়। নিরীক্ষাকালে বোর্ড বিভাগ কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরীর আদেশ ও সিএল বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে,

- আসাদগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর গ্রাহক মেসার্স জাসমীর ভেজিটেবল অয়েল লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড বিভাগের ২১-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১০/১২২৫ এর মাধ্যমে মালয়েশিয়া হতে ক্রুড পাম অয়েল আমদানির জন্য ২০% মার্জিনে ১৩৩৬৩.০০ লক্ষ টাকার আমদানি এলসি স্থাপন ও ১০% মার্জিন বাদে ১০৬৯০.০০ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ ১২০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ঋণ মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান মাররীন ভেজিটেবল অয়েল, আগ্রাবাদ (জাহান ভবন), কর্পোরেট শাখার গ্রাহক উক্ত শাখায় সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ৩১-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ফান্ডেড দায় ছিল ৫১৭১৬.০০ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১০ সনের MOU অনুসারে ব্যাংকের মোট মূলধনের ২৫% পর্যন্ত ফান্ডেড ও নন ফান্ডেড ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করতে পারবে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- যেহেতু মেসার্স মারবীন ভেজিটেবল অয়েল এর ৫১৭১৬.০০ লক্ষ টাকার ফান্ডেড দায় রয়েছে সেহেতু মেসার্স জাসমীর ভেজিটেবল অয়েল লিঃ কে উক্ত ১৩৩৬৩.০০ লক্ষ টাকার আমদানি এলসি ও ১০৬৯০.০০ লক্ষ টাকার টিআর বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া মঞ্জুর করা বিধিসম্মত হয়নি।
- গ্রাহক উক্ত শাখায় ব্যবসা করার জন্য ২২-১০-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ব্যবসা শুর করেন। ঋণ গ্রহীতা শাখার নতুন গ্রাহক ও পরীক্ষিত ব্যবসায়ী না হওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত ছাড়া ঋণপত্র স্থাপন ও এলটিআর ঋণ মঞ্জুর করা ঋণদান নীতিমালার পরিপন্থী।
- ২৩-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৬৮৬৬.০০ লক্ষ টাকা টিআর ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ থাকা অবস্থায় পুনরায় ২১-০৭-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ১২৯৪.০০ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যা মঞ্জুরীপত্রের শর্তের পরিপন্থী।
- টিআর ঋণের দায় পুনঃ তফসিলিকরণের পরও গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ না করায় ঋণসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে।
- শাখার অপর নতুন গ্রাহক মেসার্স মিজান ট্রেডার্সকে প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড বিভাগের ২৬-০৫-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-বিডি/বিএমএ/১০/৪৮৫ এর মাধ্যমে গম আমদানির লক্ষ্যে ১০% মার্জিনে ১১৯৮১.০০ লক্ষ টাকার আমদানি এলসি স্থাপনের এবং ১০% মার্জিন বাদে ৯৫২১.০০ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ ১২০ দিন মেয়াদে পরিশোধের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহক আমদানিকৃত মালামাল বিক্রয়পূর্বক ঋণ হিসাবে জমা না করায় ঋণসমূহ শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে।
- ২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাংকের ৩১-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অনাদায় রয়েছে (৮৫৯৭.০০ + ৫৯১৭.০০) ১৪৫১৩.০০ লক্ষ টাকা (**বিবরণ পরিশিষ্ট " ১৯ " এ দেখানো হলো**)।
- অত্র শাখার গ্রাহকের ব্যবসা আরম্ভের জন্য ২৩-১২-২০০৯খ্রিঃ তারিখে হিসাব খোলা হয়। গ্রাহকদ্বয় অত্র শাখার নতুন গ্রাহক হওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত না নিয়ে ঋণপত্র স্থাপন ও টিআর ঋণ প্রদান করা গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য।

- জামানতবিহীন ঋণের দায় পুনঃ তফসিলিকরণের ক্ষমতা পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যাস্ত থাকলেও মেসার্স মিজান ট্রেডার্স এর টিআর ঋণ ব্যাংকের এমডি ও সিইও কর্তৃক পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। তথাপি গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ করেনি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মেসার্স জাসমীর ভেজিটেবল লিঃ এর অনুকূলে ২০-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে ১৩৩.৬৩ কোটি টাকার এলসি স্থাপন ও ১০৬৯০.০০ লক্ষ টাকার টিআর ঋণ মঞ্জুর করা হলেও সমপরিমাণ ঋণ বিতরণ করা হয়নি। ফলে এ ক্ষেত্রে এমওইউ লংঘিত হয়নি। গ্রাহক হিসাব খোলার পর ০১ বৎসর যাবৎ ব্যবসা করায় আর নতুন গ্রাহক হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। গ্রাহক ঋণের দায় পরিশোধ না করায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট অনাদায়ী ঋণের বিষয়ে কোন তথ্য নেই।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২১-০৮-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ১২-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রেরিত জবাবে জানানো হয় যে, একটি প্রতিষ্ঠানের টিআর ঋণের দায় পুনঃ তফসিল করার পর ঋণ আদায়ের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অনাদায়ী টাকা আদায়/সমন্বয় করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ০৪-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের অনাদায়ী টাকা জরুরী ভিত্তিতে আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- মামলার নিবিড় তদারকির মাধ্যমে হালনাগাদ অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ২০।

শিরোনাম ঃ মেসার্স প্যাসিফিক ডেনিমস লিঃ এর অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত বিভিন্ন ঋণ কু-ঋণে পরিনত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি ৫৬১৯.১৬ লক্ষ টাকা।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা কালে সিএল বিবরণী, লোন কার্ড, ব্যাক টু ব্যাক এল.সি রেজিষ্টার, ডিমান্ড লোন রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট ঋণের নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মেসার্স প্যাসিফিক ডেনিমস লিঃ এর অনুকূলে প্রদত্ত প্রকল্প ঋণ, বিএমআরই, ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপো), এলটিআর ও ডিমান্ড লোনের মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায় ৫৬,১৯,১৬,০৬০ টাকা কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ক্ষতি **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ২০" এ দেখানো হলো)**।
- মঞ্জুরী নং- প্রকল্প/প্যাসিফিক ডেনিমস/২০/০৩ তাং-০৭-১২-২০০৩ খ্রিঃ মূলে প্রকল্প ঋণ বাবদ ৯,৭৪,১৭,০০০ টাকা ও ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপো) ঋণ বাবদ ১,৬৩,১৫,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয় যা পরবর্তীতে বিভিন্ন তারিখে বিতরণ করা হয়।
- পরবর্তীতে প্রকল্পেপত্র নং-প্রশা/ঋণ/প্যাসিফিক ডেনিমস/৯৩/০৯ তাং-১৯-০৫-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বিএমআরই কল্পে ১১,০০,০০,০০০ টাকা ১৩% হার সুদে ২৫টি ত্রৈ-মাসিক কিস্তিতে ৬৫,০০,০০০ টাকা হারে ৩১-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে শুরু করে শেষ কিস্তি ৩০-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু শর্তানুসারে ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ হিসাব শ্রেণিকৃত হয়ে পড়ে।

অনিয়মের কারণ ঃ

- কতিপয় শর্তে পত্র নং প্রশা/ প্রকল্প/ঋণ /৩৭৪/০৯ তাং-২৯-১০-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্প ঋণের প্রথম বার পুনঃ তফসিলিকরণ করা হয়। পুনঃ তফসিলের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত সুবিধা বাতিল বলে গণ্য করায় ঋণটি পুনরায় শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়।
- পরবর্তীতে মঞ্জুরী পত্র নং/প্রকল্প ঋণ /১০০৪/১২ তাং ২৭-০৮-২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রকল্প, বিএমআরই, এলটিআর ও ডিমান্ড লোনের দায় স্থিতি ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ মেয়াদের জন্য ২য় বার পুনঃতফসিল (প্রকল্প) করা হয়।
- পুনঃ তফসিলিকরণের মঞ্জুরীর শর্তানুসারে পরিশোধ তফসিল মোতাবেক পরপর ২টি কিস্তি খেলাপী হলে এ সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে। পরিশোধ সূচী অনুযায়ী প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে ৩১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৩টি কিস্তি বাবদ ৮,১৯,২৩,৯৪৬ টাকা এবং এলটিআর ও ডিমান্ড লোনের সময়সীমা ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ এর মধ্যে কোন টাকাই পরিশোধ না করায় পুনঃ তফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হয়।
- মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুসারে গ্রাহক ঋণ পরিশোধ না করায় সবগুলো ঋণ ডিএফ ও বিল হিসাবে শ্রেণীকৃত ঋণে পরিণত হয়ে ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত হয়।
- পরিক্ষীত গ্রাহক না হওয়া সত্ত্বেও টিআর ঋণ বিতরণ করায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে পড়ে মেয়াদোত্তীর্ণের পরও গ্রাহককে নতুনভাবে এলটিআর সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের ৮,০৫,৭৫,১০৪ টাকা ক্ষতি।
- রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত নেই এরূপ গ্রাহককে কাঁচামাল আমদানি ও গুদামজাতকরণ এবং কাঁচামাল হতে তৈরী পোষাক রপ্তানির উদ্দেশ্যে ব্যাক টু ব্যাক এলসি (ক্যাশ) খোলার সুযোগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি (ক্যাশ) মালামাল রপ্তানি করতে ব্যর্থ হওয়ায়, আমদানি শাখা কর্তৃক ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে নিগোশিয়েট ব্যাংকের দায় পরিশোধ করা হয়।
- ৩১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রকল্প + বিএমআরই + ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপো) + ডিমান্ড লোন ও এলটিআর এর সুদে আসলে [২৬,২০,৬৪,৩৭৪+১৩,৪০,৩৮,৫০০+৬,০৩,৩২,৭৮২+২,৪৯,০৫,৩০০+৮,০৫,৭৫,১০৪] সর্বমোট ৫৬,১৯,১৬,০৬০ টাকা অনাদায় রয়েছে যা খেলাপী ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণে পরিণত হয়ে ক্ষতি হিসাবে চিহ্নিত হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, সকল ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত নেই এরূপ প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়ায়, পুনঃ তফসিলিকরণের পরও ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এবং মঞ্জুরীপত্রের শর্ত অনুযায়ী ঋণ গুলির টাকা আদায় না করায় শ্রেণীকরণ ঋণে পরিণত হয়ে ব্যাংকের দায় সৃষ্টি হয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ০২-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, ঋণ হিসাবটি ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ক্ষতিজনক হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হয়। পরবর্তীতে গ্রাহক কর্তৃক রীট পিটিশন দায়ের করায় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ঋণটি অশ্রেণীকরণ করার নির্দেশ দেয় এবং শাখা কর্তৃক টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। অশ্রেণীকরণ করা হলেও অদ্যাবধি টাকা আদায়ের কোন অগ্রগতি জানানো হয়নি এবং রীট ভ্যাকেটের ব্যবস্থা করা হয়নি। রীট ভ্যাকেট করে মামলার মাধ্যমে অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে ২৭-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে এই কার্যালয় থেকে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।
- রীট ভ্যাকেট করে মামলার নিবিড় তদারকির মাধ্যমে হালনাগাদ অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ২১।

শিরোনাম ঃ রূপগঞ্জ ট্রেডিং কোম্পানী লিঃ এর এলটিআর এর মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ৫৪১৪.৮৬ লক্ষ টাকা কু-ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান শাখা, ঢাকা এর ২০১২ সালের হিসাব ০৩-০২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৭-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা কালে আমদানি শাখার রেকর্ড পত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- রূপগঞ্জ ট্রেডিং কোম্পানী লিঃ এর এলটিআর এর মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ৫,৪১৪.৮৬ লক্ষ টাকা কু- ঋণে পরিণত হওয়ায় ব্যাংকের ক্ষতির সম্ভাবনা (**বিবরণ পরিশিষ্ট " ২১ " এ দেখানো হলো**)।
- ৩০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক এলটিআরএর বিবরণী হতে দেখা যায় যে, ০৬-১২-২০১০ খ্রিঃ হতে ২৩-০২-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ভারত থেকে তুলা আমদানির জন্য এলসি নং ০০১, ১০, ০১, ৪৭৪ তাং ২৯-৯-২০১০ এর বিল মূল্য মাঃ ডঃ ১৬,৩১,৪০৪.০০ এবং এলসি নং ০০১-১০-৪৭৫ তারিখ ২৯-৯-২০১০ খ্রিঃ এর বিল মূল্য মাঃডঃ ৮০৪৬৭৯.০০ এর বিপরীতে বন্দর হতে মালামাল ছাড় করানোর জন্য ৭ (সাত) টি এলটিআর এর বিপরীতে মোট ৫২,০২,৩২,৪০৮/- টাকার ঋণ প্রদান করা হয়।
- ঋণগুলোর মেয়াদ ছিল ১৮০ দিন। সুদের হার ১৬%।

অনিয়মের কারণঃ

- মালামাল ছাড় করানোর পর প্রথম মেয়াদের মধ্যে টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ২৯-১২-১১ খ্রিঃ হতে ৩০-১২-১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে পুনঃ তফসিলের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাকে পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হলেও গ্রাহক পুনঃ তফসিল শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়।
- ব্যবসা চালু থাকা সত্ত্বেও টাকা পরিশোধ না করায় ঋণগুলো কু- ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, গ্রাহক কর্তৃক এলটিআর এর বিপরীতে জামানত হিসাবে জমাকৃত চেক ডিজঅনার হওয়ায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে উকিল নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে এবং ঋণের অর্থ আদায়ের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়মের বিষয়ে ০৮-০৭-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ৩০-০১-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ০২-০৯-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়.যে, ঋণটি পুনঃ তফসিল করা হয় কিন্তু ডাউনপেমেন্ট এর জমাযোগ্য ১৭ কোটি টাকার মধ্যে ১১ কোটি টাকা জমা করতে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণটি পুনরায় মন্দ ঋণে পরিণত হয়। গ্রাহকের বিরুদ্ধে এনআইঅ্যাক্ট-১৮৮১ এর আওতায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এমতাবস্থায় সর্বশেষ অগ্রগতিসহ সমুদয় ঋণ আদায়ের বিষয়ে পরবর্তী অগ্রগতি জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ২৭-১০-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে এই কার্যালয় থেকে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সহায়ক জামানত ছাড়া ঋণ মঞ্জুর ও প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায় পূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।
- Negotiable Instrument (এনআই) অ্যাক্ট-১৮৮১ এ মামলা নিবিড় তদারকির মাধ্যমে হালনাগাদ অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ২২।

শিরোনাম ঃ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে সিসি ঋণ সুবিধা প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ৪৪৯.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যাংকের ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, তেজগাঁও কর্পোঃ শাখা, ঢাকা এর ২০১১ সালের হিসাব ১৩-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে-০৬-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ সময় পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে সিএল বিবরণী, লেনদেনের ব্যাংক বিবরণী, ঋণ আদায় বিবরণী, ঋণ মঞ্জুরী এবং পুনঃ তফসিল সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে সিসি ঋণ সুবিধা প্রদান, মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ী ৪,৪৯,৩৭০৩৫ টাকা ব্যাংকের ক্ষতি।
- শাখার গ্রাহক মেসার্স এম এ ভূঁইয়া ফ্লাওয়ার মিলস এর মালিক জনাব মনির আহাম্মেদ ভূঁইয়া কে বিসিক শিল্প নগরী, কাঁচপুর নারায়ণগঞ্জ এ একটি ফ্লাওয়ার মিলস নির্মাণের জন্য পত্র নং শিউঋণবি/বন্ড/ভূঁইয়া/৩৮/২০০২ তাং ১৩-০৭-২০০২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৫(পাঁচ) বৎসর মেয়াদে ৭২.৪৯ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করা হয়। প্রকল্পটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য পত্র নং শিঋবি-১/এমএ ভূঁইয়া ফ্লাওয়ার মিলস/৩৯/২০০৫ তাং ২১-০৮-২০০৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে চলতি মূলধন হিসাবে সিসি (হাইপো) ১০০.০০ লক্ষ টাকা ১(এক) বৎসর মেয়াদে মঞ্জুর করা হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- মঞ্জুরী পত্রের শর্তানুসারে সুদাসলে প্রতিকিস্তি ৯,৫৮,২২৮ টাকা হিসাবে মোট ৮ (আট) টি ষান্মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পত্র নং মসঢাসা-২/ঢাউঅ/পুনঃতফসিল/৩৩৯ তাং ২৯-১২-২০০৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ত্রৈমাসিক কিস্তিতে ৩০-০৩-২০১০ খ্রিঃ তারিখ হতে আদায়যোগ্য করে ৩০-০৩-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত মেয়াদে পুনঃ তফসিল করা হয়। শর্তানুসারে গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়।
- বারবার নবায়ন সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও সিসি ঋণের বকেয়া আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় পত্র নং মসঢাসা-২/ঢাউঅ/পুন: তফসিল/১৬৫ তাং ২২-০৮-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ১ম কিস্তি ৩০-০৯-২০১০ খ্রিঃ হতে আদায়যোগ্য করে ০৫ (পাঁচ) বৎসর মেয়াদে আংশিক ডাউন পেমেন্ট জমা নিয়ে পুনঃ তফসিল করা হয়।
- প্রকল্প ঋণ এবং সিসি ঋণের কিস্তি পুনঃ তফসিলের শর্তানুসারে পরিশোধে ব্যর্থ হয়। প্রকল্প ও সিসি ঋণের কিস্তি খেলাপী হওয়া সত্ত্বেও শাখার পত্র নং তেজ/অগ্রিম-০৩/৩৩৭/৩০/১১ তাং ২৭-১২-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে নতুন করে ২.০০ কোটি সিসি (হাইপো) ঋণ মঞ্জুরপূর্বক বিতরণ করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঋণ হিসাবটি ইতোমধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপী ঋণে পরিণত হয়েছে। ফলে পূর্বের পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে ঋণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংক ৪,৪৯,৩৭০৩৫ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন **(বিবরণ পরিশিষ্ট " ২২ " এ দেখানো হলো)**।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং ০১; তাং ১৩-০১-২০০৩ খ্রিঃ অমান্য করে সম্পূর্ণ ডাউন পেমেন্ট জমা ব্যতীত অনিয়মিতভাবে পুনঃ তফসিল করা হয়েছে।
- পুনঃ তফসিল প্রদান করা সত্ত্বেও ব্যাংকের পাওনা আদায়ে ব্যর্থতার পরও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে ঋণ সুবিধা প্রদান করে ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রকল্পটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিএমআরআই করতে প্রায় ২ বছর উৎপাদন বন্ধ ছিল ফলে কিস্তি খেলাপীর কারণে শ্রেণীকৃত হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কিস্তি খেলাপী ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে বিধি মোতাবেক ডাউন পেমেন্ট না নিয়ে বার বার পুনঃ তফসিল প্রদান করা সত্ত্বেও ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার পর নতুন করে সিসি (হাইপো) ঋণ প্রদান করে ঋণের দায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৮-০৩-১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৮-০৫-১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় ০৮-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়। ৩১-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষা পরবর্তীতে বিভিন্ন তারিখে মোট ১৫,৭৯,৫৯২ টাকা আদায় হয়েছে এবং অবশিষ্ট টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। টাকা আদায়ের সমর্থনে কোন প্রমাণক নেই এবং জবাব সন্তোষজনক নয় বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। উক্ত জবাবের আলোকে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১১-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে এই কার্যালয় থেকে প্রতিউত্তর দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিতে বর্ণিত অনাদায়ী সমুদয় টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়

(চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)

অনুচ্ছেদ- ০১

শিরোনাম ঃ অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১১ সালের চূড়ান্ত হিসাবের ওপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণ ঃ

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-এর ২০১১ হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে ০৫-০৫-২০১১খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। অগ্রণী পরিচালনা কর্তৃক বহিঃ নিরীক্ষক ২৭-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় ২৭-০৬-২০১২খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়। উক্ত আর্থিক বিবরণী বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক মূল্যায়নের পর অনুচ্ছেদভিত্তিক মন্তব্য নিম্নে প্রদান করা হল ঃ-

- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ৩১-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে স্টেট মেন্ট অব এফেয়ার্স পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১২নং অনুচ্ছেদে অন্যান্য দায় খাতে ব্যাংকের নিকট–

  ক) সানডিক্রেডিটরস খাতে ১৮৫.১১ কোটি টাকা দীর্ঘদিন যাবত সমন্বয় করা হয়নি।

  খ) উৎসে আয়কর ও ভ্যাট খাতে আদায়কৃত (১৯.৫৩+১৭.১৮) ৩৬.৭১ কোটি টাকা দ্রুত সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক। অন্যথায় প্রতি মাসে ২% হারে জরিমানা আরোপসহ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ আবশ্যক।

  গ) এক্সসাইজ ডিউটি খাতে ২৫.৫৭ কোটি টাকা দ্রুত সরকারি কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন।

  ঘ)। এক্সগ্রেসিয়া খাতে ২.৯৮ কোটি টাকা জমা রয়েছে। উক্ত টাকা দ্রুত পরিশোধ অথবা ব্যাংকের আয়খাতে জমা করা করা আবশ্যক।

- অডিটরস রিপোর্টের ৭.৭ অনুচ্ছেদে পুঞ্জীভূত অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ৩১৫১.৭৭ কোটি টাকা। উক্ত টাকার মধ্যে মাত্র আদায় হয়েছে ৩১৫.১৯ কোটি টাকা যা অবলোপনকৃত ঋণের মাত্র ১০%। অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- বিবিধ দেনাদার খাতে অর্থাৎ অডিটরস রিপোর্টের ৯.২ অনুচ্ছেদ অনুসারে ২০১১ সালে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট ব্যাংকের পাওনা রয়েছে ১.৪৭ কোটি টাকা এবং অন্যান্য দেনাদারদের নিকট পাওনা রয়েছে ২৯.৭৩ কোটি টাকা। ব্যাংকের দীর্ঘদিনের পাওনা বাবদ ৩১.২০ কোটি টাকা আদায়ের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। আর্মি পেনশনের প্রদানকৃত ৩৯২.৯১ কোটি টাকা আদায়ের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। উক্ত অর্থ অনাদায় থাকায় ব্যাংক লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন হতে বঞ্চিত হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়ে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের অবহেলা বিদ্যমান। ফলে উক্ত বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দ্রুত পাওনা টাকা আদায়/সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক পর্যালোচনায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক বিবরণী পরিশিষ্ট "অ" এ দেখানো হলো। উক্ত বিবরণী যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে মোট আমানতের পরিমাণ, মোট ঋণ ও অগ্রিম এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ২২.২৩%, ১৮.৮৮% এবং ৯৪.৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে মোট শাখার সংখ্যা ৯টি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে মোট লাভজনক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮০টি এবং লোকসানী শাখার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৭১টি। আমানত ও বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করতঃ অলাভজনক শাখাসমূহকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত Profit and Loss Account পর্যালোচনা দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয়/লাভ-ক্ষতির একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট "অ-১" এ দেখানো হলো। বর্ণিত পরিসংখ্যান হতে দেখা যায়, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে সালে মোট আয় ও মোট ব্যয় যথাক্রমে ২৪.৩১% ও ৩.৮৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে মোট লাভ-ক্ষতির পরিমাণ ও মোট প্রভিশনের পরিমাণ যথাক্রমে ৯৪.১৬% ও ২৮.৯২% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নীট লাভ (কর পরবর্তী) ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে

২৮.৯১% হ্রাস পেয়েছে। সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে ব্যয় নিয়ন্ত্রণপূর্বক প্রভিশনের পরিমাণ কমিয়ে আয় বৃদ্ধি করতঃ নীট লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত ৩১-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্র অনুযায়ী আলোচ্য সময়ে প্রতিষ্ঠানটির ঋণ, অগ্রিম ও শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট "অ-২"এ দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে মোট ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ এবং শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ যথাক্রমে ১৮.৮৮% ও ২.২২% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ আদায়ের পরিমাণ ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে ৭.৯৬% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মন্দ ও কু-ঋণের পরিমাণ ২.০৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে অবলোপনকৃত ঋণের পরিমাণ ১৯.৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত ঋণ আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানটির ৩১-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে ঋণ ও অগ্রিম খাতে ১৯৪০৮.৫৭ কোটি টাকা অনাদায়ী প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত অনাদায়ী টাকা সুনির্দিষ্টভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বছরভিত্তিক বিশ্লেষণসহ আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত ৩১-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Loan & Advances খাতে Detail of Information on Advances more than 10% of the Bank's Paid-up Capital উপখাতে– এ ১৫ জন গ্রাহককের নিকট ব্যাংকের Paid of Capital-এর ১০% অগ্রিম ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩৪৯৫.৭৭ কোটি টাকা অনাদায়ী রয়েছে। উক্ত টাকা সুনির্দিষ্টভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আদায়/সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত ৩১-১২-২০১১খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Sundry Deposits খাতে ১০৯৮.২৬ কোটি টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা জমা রাখার কারণ ব্যাখ্যাসহ সুনির্দিষ্টভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে জানানো আবশ্যক।
- সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষিত পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষা আপত্তির বর্তমান অবস্থা পরিঃ-"অ-৩"এ দেখানো হল। উক্ত পরিসংখ্যান যাচাইয়ান্তে দেখা যায় যে, ১৯৭৫ সাল হতে ২০১০-১১ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ৬০৩টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২০৪টি অনুচ্ছেদ মিমাংসা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৯৯টি অমিমাংসিত অনুচ্ছেদ মীমাংসাকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ব্যাংকটির আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাসমূহ পরিহার করে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্যসমূহ এর আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জহুরুল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৬-২০১৭/৩০০৬কম/এ—৮০০ বই, ২০১৬।